গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

বাৎসরিক বাজেট

২০০২-২০০৩

বাজেট বক্তৃতা

মোঃ সাইফুর রহমান
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(প্রথম পর্ব)

ঢাকা

২৩শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
৬ই জুন; ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট এবং ২০০১-০২ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট পেশ করছি। এবারের বাজেট নিয়ে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে আটবার এই মহান সংসদে জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করার বিরল সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। এবারের বাজেট মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার প্রাক্কালে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধের মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে যিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রবক্তা, গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের বিচক্ষণ উদ্ভাবক ও জাতীয় ঐক্যের ধারক। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম বহুদলীয় গণতন্ত্র; বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশে পরিণত করার জন্য আমরা সূচনা করেছিলাম উন্নয়নের রাজনীতি; দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ে তোলার জন্য গৃহীত হয়েছিল ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচী।

জনাব স্পীকার,

২ \ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে দেশ যখন অর্থনৈতিক মুক্তি ও দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছিল তখনই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন। আজ থেকে একুশ বছর আগে ১৯৮১ সালে এই একই দিনে আমি মহান সংসদে বিএনপি সরকারের পক্ষে বাজেট পেশ করেছিলাম। আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি ২৯ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম যাত্রার প্রাক্কালে সকাল ৮ টায় আমাকে বাজেট

সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আমার সঙ্গে পুনঃআলোচনা করে বাজেট চূড়ান্ত করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে আলোচনার সুযোগ আমি আর পাইনি। চক্রান্তকারীরা ভেবেছিল তাঁকে হত্যা করে জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অগ্রযাত্রাকে তাঁরা স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাঁদের সেই দুরাশা সফল হয়নি। জাতির সেই ক্রান্তি লগ্নে জনগণের অভিপ্রায়কে সম্মান জানিয়ে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসেন বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের হাল ধরে তিনি তাঁর অসামান্য যোগ্যতায় এবং এক যুগেরও বেশি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাহসী নেতৃত্বে এই দলটিকে এ দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের আকাংখার প্রতীকে পরিণত করেন। স্বৈরাচারী অপশক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে তাঁর অবিচল ও দৃঢ় নেতৃত্ব জাতিকে অপরিসীম প্রেরণা যুগিয়েছে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার সেই সুদৃঢ় ও আপোষহীন ভূমিকার প্রতিদান হিসাবে জাতি **১৯৯১** সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করে। তাঁর সফল নেতৃত্বে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হই।

৩ \ কিন্তু চক্রান্তকারীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দেশে নজিরবিহীন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। আমরা সেদিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে যে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলাম ইতিহাস তার যথার্থ মূল্যায়ন করবে। দেশ ও জাতির প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকারের মূল্যায়ন করে জনগণ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আমাদের আবার বিজয়ী করে বেগম খালেদা জিয়ার সফল নেতৃত্বের প্রতি অকুন্ঠ আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মহান আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার আলোকে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জনাব স্পীকার,

৪ \ ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব মহান জাতীয় সংসদে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করার পূর্বে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যে প্রেক্ষাপটে এই বাজেট প্রণীত হয়েছে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি পেশ করতে চাই। বর্তমান শতাব্দীর উষালগ্নের ২০০১ বছরটি সমগ্র বিশ্বের জন্য ছিল দুর্যোগপূর্ণ। পরপর সাত বছর উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর এই বছর বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা প্রকট হয়, ফলে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশে নেমে আসে। স্থূল উৎপাদের এই অবনতি একইভাবে সংঘটিত হয়েছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে। এ বছরের বিশ্ব বাণিজ্যে বিগত বছরের তুলনায় ১ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্রতর সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা বিগত বছরে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করে গভীর হতাশা। তবে আশার বিষয়, বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী বছরে সার্বিকভাবে বিশ্বের প্রবৃদ্ধি ৩.৬ শতাংশে এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধি ৫.০ শতাংশে উন্নীত হবে।

৫ \ বাংলাদেশে এই অর্থ বছরটিতে তিনটি সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় ১লা অক্টোবর ২০০১-এ অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান জোট সরকার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ১০ই অক্টোবর ২০০১-এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সরকারকে এই বিপুল ও অবিস্মরণীয় ম্যান্ডেট দেয়ার জন্য। সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশে তার স্বয়ংক্রিয় নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে এই নতুন সরকারকে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তা ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং ভারসাম্যহীন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ত্যাগের

প্রাক্কালে বর্তমান অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করে বহুলাংশে তা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কারে নির্লিপ্ততা, রাজস্ব আহরণে স্থবিরতা, রাজস্ব নীতিতে অস্বচ্ছতা ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারি ব্যয়ে উচ্চাভিলাষ ও অদুরদর্শিতা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ও প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার পরিচায়ক।

জনাব স্পীকার,

৬ \ বিগত কয়েক বছরের সমষ্টিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ সরকারের বাজেট ঘাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার কোটি টাকা, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে তা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে। বৈদেশিক সাহায্যের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে উচ্চসুদে সরবরাহ ঋণ (Suppliers' Credit) যার একীভূত দায়ভার জুন ২০০১ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ কোটি মার্কিন ডলারে। মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় ২১ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে সরকারের লোকসান বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার সাতশত কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এইভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ দায়ভার আশংকাজনকভাবে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের প্রাক্কালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল দুইশত চব্বিশ কোটি মার্কিন ডলার যা ঐ সময়ে প্রায় চার মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকার যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল একশত নয় কোটি মার্কিন ডলার যা এমনকি দেড় মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এই সঙ্কটজনক নিম্ন পর্যায় বৈদেশিক লেনদেনে এক গভীর অনিশ্চয়তা ও সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

জনাব স্পীকার,

৭ \ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অর্থনৈতিক নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ বছরের মার্চ মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভায় উপস্থাপিত “Public Expenditure Review” শীর্ষক সমীক্ষায় বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) যে মন্তব্য করেছে তাঁর উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। এই সমীক্ষায় বলা হয় “In contrast with the modest increase in revenues, total budgetary expenditures, which averaged 13.4 percent of GDP over 1990-91 to 1997-98, rose to 15.1 percent of GDP in FY 01, as the 2001 election approached. Bangladesh would need to reduce its fiscal dficit by at least 2 percentage points of GDP to avoid prejudicing growth and financial stability. The current consolidated deficit of the public sector (about 8 percent of GDP) is unsustainable and has already impacted the balance of payments and external reserve position.” (“নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে ২০০০-০১ অর্থ বছরে সামান্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিপরীতে সরকারি ব্যয় বেড়ে মোট স্থূল জাতীয় উৎপাদের ১৫.১ শতাংশে উন্নীত হয়। অথচ ১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত গড় সরকারি ব্যয় - স্থূল জাতীয় উৎপাদ অনুপাত ছিল মাত্র ১৩.৪ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের এখন প্রয়োজন বাজেট ঘাটতি স্থূল জাতীয় উৎপাদের কমপক্ষে ২ শতাংশ হ্রাস করা। সরকারি খাতের বর্তমান ঘাটতি স্থূল জাতীয় উৎপাদের প্রায় ৮ শতাংশ, যা অর্থনীতির পক্ষে ধারণযোগ্য (sustainable) নয় এবং এই ঘাটতি ইতোমধ্যে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতিকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে”)। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের "Country Economic Review" শীর্ষক সমীক্ষায়ও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৮\ নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত সমষ্টিক এবং কাঠামোগত সংস্কার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উপেক্ষিত হয়েছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফ Article IV আলোচনা সমাপ্তির পর আইএমএফ-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করে অভিমত দেন যে - ". . . following a strong performace until the mid-1990s, the Bangladesh economy has become increasingly fragile as a result of expansionary fiscal and monetary policies and a loss of momentum in structural reforms." (“নব্বই দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মজবুত থাকার পর সম্প্রসারণশীল রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসরণ করার কারণে এবং সংস্কারের গতি স্থিমিত হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত নাজুক হয়ে পড়ে”)। আইএমএফ বোর্ড বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং উল্লেখ করে যে, "Given the deterioration in the external balance, the authorities now have limited room for maneuver in responding to external shocks" (“বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে অবনতির কারণে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের জন্য এখন বহির্বিশ্বে উদ্ভূত কোন সংকটের নেতিবাচক প্রভাব সামাল দেওয়ার সুযোগ খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে”)। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় যে অবস্থা পেয়েছে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকগণ অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থ মন্ত্রী তাঁর ২০০১-২০০২ অর্থবছরের সর্বশেষ বাজেট বক্তৃতায় গর্বের সাথে উল্লেখ করেছিলেন যে, সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা অর্জন তাঁদের অন্যতম কৃতিত্ব। কিন্তু তাঁরা এই কৃতিত্বের কোন প্রমাণ রাখতে সক্ষম হননি বলে কেউ এই কৃতিত্ব স্বীকার করেন না, বরং এটা তাঁদের ব্যর্থতা হিসাবেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৯ \ আপনার মাধ্যমে আমি মহান সংসদকে স্মরণ করাতে চাই যে, নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকারের আমলে প্রতি বছর আমার বাজেট বক্তৃতায় যে মূল বিষয়গুলি প্রাধান্য পেত তা হ'ল সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন, সমষ্টিক অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কার, দারিদ্র নিরসন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এই নীতিগুলি বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার এবং বর্তমান সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করি, সার্বিকভাবে দারিদ্র নিরসনই হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মকৌশলের মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজন টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণ ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

জনাব স্পীকার,

১০ \ আমি মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই যে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ যোগানে ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। পরনির্ভরশীলতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। দুনিয়ার অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসাবে পরিচিতির আত্মগ্লানি থেকে আমরা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক সাহায্যের প্রবাহ ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। আশির দশকের তুলনায় বিগত নব্বই দশকে উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ ১০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

১১ \ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস যৌথভাবে উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র নিরসনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই নতুন কর্মসূচীর আওতায় সাহায্যকামী দেশসমূহ তাদের নিজেদের উদ্যোগে অংশীদারিত্বমূলক দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) প্রণয়ন করবে, যার ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই কৌশলপত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা, তিন বছরের জন্য মধ্য-মেয়াদি রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরী করা, অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করা, সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা, অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় উদারীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং সর্বোপরি উন্নয়নের ধারাকে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে প্রবাহিত করা।

১২ \ ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (Interim PRSP) প্রণয়ন করেছে যার ভিত্তিতে এইসব দেশ অতি সহজ শর্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পেতে সক্ষম হয়েছে। যে সব দেশে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের কর্মসূচী এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের মূল লক্ষ্য প্রাধান্য পেয়েছে সে সব দেশই অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য লাভ করছে। গত মার্চ মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (PRSP)-এর মূল বিষয়সমূহ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিগত সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপি’র নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী সংস্কার ও দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে তা উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ আশাব্যঞ্জক বলে অভিহিত করেছে।

জনাব স্পীকার,

১৩ \ বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচী গ্রহণের প্রচেষ্টা চলছে। এ উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর ২০০০-এ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে United Nations Millennium Declaration (জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা) গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় যে উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয় তা হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দরিদ্রের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা, বিশ্বের সকল শিশুকে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা, প্রসূতিকালীন মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার যথাক্রমে তিন-চতুর্থাংশ ও দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই ঘোষণায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতন্ত্র সুসংহত করা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়।

১৪ \ উপরোক্ত ঘোষণার ধারাবাহিকতায় এ বছরের মার্চ মাসে মেক্সিকো-র মন্টেরি-তে জাতিসংঘের উদ্যোগে International Conference on Financing for Development (উন্নয়ন অর্থায়নের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ভিত্তিতে Monterry Consensus (মন্টেরি ঐকমত্য) গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে Millennium Development Goals-এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হয় এবং যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হচ্ছে ঃ

(১) Millennium Development Goals অর্জনের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;

(২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশসমূহ কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি আরো শিথিল ও সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হবে;

(৩) উন্নয়নশীল দেশের স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে এবং স্ব-উদ্যোগে প্রণীত উন্নয়ন কাঠামোর আলোকে যে দারিদ্র নিরসন কর্মসূচী গৃহীত হবে, তা-ই উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ভিত্তি হবে এবং

(৪) দারিদ্র নিরসনের জন্য প্রণীত লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৫ \ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশসমূহের উপরোক্ত নীতি ও অঙ্গীকারের পাশাপাশি মন্টেরি ঐকমত্যে ঘোষণা করা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল সঠিক অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং মজবুত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে আরও প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আইনের শাসন এবং নারী-পুরুষের সমতা।

জনাব স্পীকার,

১৬ \ আমরা বিশ্বাস করি বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি সুখী, দারিদ্রমুক্ত, সমৃদ্ধিশালী এবং শোষণমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে নতুন শতাব্দীর সূচনালগ্নে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য যে বিষয়সমূহের উপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার সব উপাদানই আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত এবারের উন্নয়ন ফোরামে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক বার্তায় ঘোষণা দিয়েছিলেন "In line with the BNP election manifesto, we are committed to reform the economy." (“বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা অর্থনীতিকে সংস্কার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ”)। আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরকেই গড়তে হবে। আমাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জনগণই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম। গত মার্চ মাসে মন্টেরি-তে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আমাদের এই নীতিকেই আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থাপন করেছি।

জনাব স্পীকার,

১৭ \ বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার কার্যক্রমসহ অর্থনৈতিক অঙ্গনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক ও সংস্কারমুখী পরিকল্পনার সূচনা হয়। দেশের স্বার্থ সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছেঃ

(১) ইতোমধ্যে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে;

(২) ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ কার্যকর করা হয়েছে এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে;

(৩) মানবাধিকার কমিশন এবং নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে;

(৪) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;

(৫) নির্বাহী বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের কাজ অগ্রসর হচ্ছে;

(৬) প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে;

(৭) সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১৮ \ সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিএনপি সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদকালে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী তা প্রশংসিত হয়েছে। যে নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি তা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই একটি জরুরি পুনরুদ্ধার কর্মসূচী গ্রহণ করি যার ফলে অর্থনৈতিক সংকট অনেকটা নিরসন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্য অর্জন যাতে ব্যাহত না হয় তা বিবেচনায় রেখে মাত্রাধিক বাজেট ঘাটতি কমানোর উদ্দেশ্যে নিজস্ব সম্পদ আহরণে আরও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাসে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। শিল্পোন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব বাজারে ন্যায্য প্রবেশাধিকার (market access) পাওয়ার প্রচেষ্টাসহ দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস করা হয় এবং রপ্তানির জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ প্রণোদনা (incentive) প্রদান করাসহ বিদেশের কয়েকটি দেশে ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা হয়। এছাড়া অবৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিরুৎসাহিত

করার লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ প্রবর্তন করা হয়। জরুরি ভিত্তিতে গৃহীত এ সকল কার্যক্রমের ফলে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমদানি খাতে এশিয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের নীট পাওনা প্রায় ৬৫ কোটি মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায় নিয়মিতভাবে পরিশোধ করার পরও বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ প্রায় ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার। এক কথায়, বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল অর্থনীতিতে আমরা ইতোমধ্যেই স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় এবং তা সুষ্ঠু পথে পরিচালনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছি।

জনাব স্পীকার,

১৯ \ মাত্র আট মাসের মধ্যে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে সে সম্পর্কে গত মে মাসে অনুষ্ঠিত আইএমএফ-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরেটস্-এর সভা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে। আইএমএফ-এর জনতথ্য নোটিশ (Public Information Notice) অনুযায়ী - "They commended the government's efforts to address the immediate economic weaknesses, especially the steps taken to tighten budgetary discipline, improve the finances of state-woned enterprises and increase the effectiveness of monetary operations and policies." (“অর্থনীতির তাৎক্ষণিক দুর্বলতাসমূহ থেকে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমকে, বিশেষ করে বাজেটে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং মুদ্রা-নীতি ও মুদ্রা-কার্যক্রমে উন্নতি সাধনের পদক্ষেপসমূহকে তাঁরা প্রশংসা করেন”)।

জনাব স্পীকার,

২০ \ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যেটুকু অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করার সুযোগ পেয়েছি তার ভিত্তিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সংকট কাটিয়ে একটি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যা হবে টেকসই এবং স্থিতিশীল। তবে সেজন্য প্রয়োজন হবে সঠিক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত প্রায় ৯.৮ শতাংশ এবং ব্যয়/জিডিপি অনুপাত প্রায় ১৫ শতাংশ। আয় ও ব্যয়ের এই অনুপাতের মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নিম্নে। এই উভয় অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা না হলে দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধির অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করা দুষ্কর হবে। আগামী ৩ বছরে আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত এবং উন্নয়নখাতে অগ্রাধিকারসহ ব্যয়/জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নীত করতে সক্ষম হলে আমরা বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে বার্ষিক ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব। Millennium Development Goals অর্জনের জন্য দারিদ্র নিরসন কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক সহায়তা সম্প্রসারিত হলে ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিসহ আরো অধিকহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

২১ \ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগী আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের স্বার্থে স্ব-উদ্যোগে আমরা বর্তমানে যে উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন নীতি ও কৌশল অনুসরণ করতে যাচ্ছি তা বাস্তবায়নে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

জনাব স্পীকার,

২২। আমি এখন ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের অর্থনীতির মৌলভিত্তিসমুহের (fundamentals) সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে অলোকপাত করতে চাই। জাতীয় উৎপাদের প্রাক্কলন হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে সকল খাতেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে জাতীয় উৎপাদের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৮ শতাংশ হারে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকার কর্তৃক সূচিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর ফলে আগামী বছর এই প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৬ শতাংশের কাছাকাছি যাবে বলে আশা করা যায়।

জনাব স্পীকার,

২৩। গত কয়েক বছর সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি অনুসৃত হয়েছে। ফলে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত গড়ে ব্যাপক অর্থ (Broad Money) সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ শতাংশ হারে। বর্তমান সরকার সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। ফলে বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাপক অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় মাত্র ৭.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে একই সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩ শতাংশ। বর্তমান অর্থ বছরে সম্প্রসারণমুলক মুদ্রানীতি গ্রহণ না করা হলেও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তিযুক্ত রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোক্তা মূল্য-সূচকের ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায়, বর্তমান বছরের মূল্যস্ফীতি ২.৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থনীতির যে কোন মাপকাঠিতে বিচার করলে এই মূল্যস্ফীতিকে সন্তোষজনক হিসাবে ধরা যায়।

২৪ \ বিশ্বব্যাপী মন্দার নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার এবং আর্থিক খাতে দ্রুত অগ্রগতি লাভের জন্য গত অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বর্তমান সরকার বেশ কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ব্যাংকের সুদের হার ৭ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশে নির্ধারণ করা হয় এবং রপ্তানি সুদের হার ৮ - ১০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়। এই সব পদক্ষেপের সুফল ইতোমধ্যে পরিস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। রপ্তানি আয়ের নিম্নগামিতার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। রপ্তানি ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি এবং নতুন বাজার সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

২৫ \ সরকার কর্তৃক গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপের ফলে, সকল আশংকাকে ভুল প্রমাণ করে, বৈদেশিক চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪ কোটি মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এই অর্থ বছরের শেষ নাগাদ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৪০ কোটি মার্কিন ডলারে। জুলাই ২০০১ - ফেব্রুয়ারি ২০০২ সময়ে মূলত চলতি হস্তান্তর ও সার্ভিস খাতে নীট বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবে (Current Account) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২১ কোটি মার্কিন ডলার ঘাটতির বিপরীতে ৬০ কোটি মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যেও (Overall Balance) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

জনাব স্পীকার,

২৬ \ গত অক্টোবর মাস থেকেই আমরা নতুন উদ্যমে একটি তিন বছর মেয়াদি National Strategy for Economic Growth and Poverty

Reduction (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে উপজেলা থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায়ে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন সংস্থা/গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যাপক ও নিবিড় মতবিনিময়ের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমরা প্রণয়ন করব আমাদের তিন বছর মেয়াদী Rolling Investment Programme এবং তাই-ই হবে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি। এই পরিকল্পনা সকল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই চূড়ান্ত করা হবে যাতে এর মালিকানা সকলেই দাবি করতে পারেন। এই পরিকল্পনা হবে আমাদের দেশের স্বার্থে, আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক প্রগতির উদ্দেশ্যে এবং দেশকে দারিদ্র-মুক্ত করার লক্ষ্যে। এই পরিকল্পনাই পরবর্তীকালে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে (PRSP) রূপান্তরিত হবে এবং এর ভিত্তিতেই উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আমাদের এই পরিকল্পনা চারটি মূল ধারায় প্রবাহিত হবে। প্রথমত, দারিদ্র নিরসনমুখী অর্থনৈতিক প্রগতি সহায়ক (pro-poor economic growth) নীতি গ্রহণ যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, দরিদ্রদের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা হবে। তৃতীয়ত, দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামুলক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ যার মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত যে কোন ঝুঁকি সফলতার সাথে তাঁরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। চতুর্থত, অংশীদারিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা (participatory governance) প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বক্তব্যকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথপোযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন।

২৭ \ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কার ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিন বছর মেয়াদি সমষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার

জন্য বাজেট ঘাটতি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত রাখা হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা হবে এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণও যথাযথভাবে হ্রাস করা হবে। এ ছাড়া, অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে অপব্যয় ও অপচয় পরিহার করা হবে, বেসরকারি খাতকে আরও সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা হবে এবং দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সহায়ক খাত এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতসমূহকে বাজেটে অধিক পরিমাণে বরাদ্দ দেয়া হবে।

জনাব স্পীকার,

২৮ \ আমি এখন ২০০১-০২ সালের সংশোধিত এবং আগামী ২০০২-০৩ সালের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করব। আলোচনার শুরুতেই আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বাজেট উপস্থাপনাকে অধিকতর সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে রেলওয়ে, ডাক বিভাগ ও টি এন্ড টি বোর্ডের সমুদয় প্রাপ্তি ও ব্যয়কে বাজেটের সকল ডকুমেন্টে গ্রসভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। পূর্বে বাজেটের কোন কোন ডকুমেন্টে এই তিনটি সংস্থার মোট প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পরিবর্তে মোট প্রাপ্তির সাথে মোট ব্যয় সমন্বয় করে কেবল নীট উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি দেখানো হত। ফলে এ সংস্থাসমূহের প্রাপ্তি ও ব্যয় স্বচ্ছভাবে বাজেটে প্রদর্শিত হত না, যদিও সংবিধান অনুসারে এসব সংস্থার প্রাপ্তি ও ব্যয় অন্যান্য সরকারি বিভাগের ন্যায় Consolidated Fund অর্থাৎ সংযুক্ত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত।

২৯ \ ২০০১-০২ সালের জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত বাজেটে রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২৮,৪৫৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ২৭,৬৭০ কোটি টাকায় প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি বছরের মুল বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩,১০৭ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২,৬৯২ কোটি টাকায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিগত কয়েক বছর সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় মুল বাজেটের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি হত। গত বছর এই বৃদ্ধি ছিল ৫ শতাংশ। আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত বর্তমান বছরের মূল বাজেটে

রেখে যাওয়া মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

৩০ \ প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ না করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভর করে বিগত সরকার বেশ কিছু অনুৎপাদনশীল ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করে চলতি অর্থ বছরের জন্য এক উচ্চাভিলাষী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অনুৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে বাদ দিয়ে বাস্তবসম্মত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করি। ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার ৩,০০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বাজেটে ১৬,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের যৌক্তিকীকরণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ বছরের সংশোধিত বাজেট ঘাটতি মূল বাজেটে প্রাক্কলিত জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ থেকে ৪.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩১ \ ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৩,০৮৪ কোটি টাকা, যা বর্তমান অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের প্রাপ্তির তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত আমাদের মত অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, এমনকি নেপালের তুলনায়ও অনেক কম। ক্রমান্বয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি করে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত আমাদের ন্যায় অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ে আনতে হবে। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ এবং সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে। করের হার বৃদ্ধির পরিবর্তে এর আওতা সম্প্রসারণের জন্য যথোপযুক্ত এবং যুগোপযোগী রাজস্ব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও

কার্যকর করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রাক্কলিত কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এরূপ একটি প্রস্তাবিত কর্মসূচী আমার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখ করব। কর-বহির্ভূত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের বিদ্যমান চার্জের হার যৌক্তিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, আমাদের কর-বহির্ভূত রাজস্বও জিডিপি'র তুলনায় অতি নগণ্য। আমরা আশাবাদী প্রাক্কলন অনুযায়ী কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণে আমরা সক্ষম হব।

জনাব স্পীকার,

৩২ \ আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৩,৯৭২ কোটি টাকায় যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৫.৬ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি ছিল গড়ে ৮ শতাংশের বেশি। আগামী অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব প্রাপ্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকায় এবং রাজস্ব ব্যয় সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে আমি আগামী অর্থ বছরের জন্য ১৯,২০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান আর্থিক বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই সকল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে যথোপযুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ জাতীয় প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী বছরের উন্নয়ন বাজেট অর্থায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মোট অর্থের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ থেকে আসবে প্রায় ৫৫ শতাংশ এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসবে প্রায় ৪৫ শতাংশ। রাজস্ব ব্যয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়, নীট মূলধন ব্যয় ও খাদ্য বাজেটের ব্যয় নিয়ে সর্বসাকুল্যে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ব্যয়ের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ৪৪,৮৫৪ কোটি টাকা, যা বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৩.৬ শতাংশ বেশি। উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ বৃদ্ধি সত্ত্বেও আগামী অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪

শতাংশে সীমিত থাকবে। এ ৪ শতাংশ ঘাটতির মধ্যে ২.১ শতাংশ ঘাটতি মেটানো হবে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে এবং বাকী ১.৯ শতাংশ মিটানো হবে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছরে প্রায় ৬ শতাংশ বাজেট ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল গড়ে জিডিপি'র প্রায় ৩ শতাংশ। সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যে কোন মানদন্ডে প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি সহনীয় এবং ধারণযোগ্য (sustainable) হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জনাব স্পীকার,

৩৩ \ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেটেই উন্নয়ন এবং রাজস্ব খাতের বরাদ্দ মিলিয়ে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে মোট ৬,৭১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫,৮৭৬ কোটি টাকা। সুতরাং শিক্ষা খাতে ২০০২-০৩ সালের জন্য অতিরিক্ত ৮৩৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৪.২ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দারিদ্র নিরসনে সহায়ক শিক্ষা খাতে স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ১,৮৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে - যা স্থানীয় সম্পদের প্রায় ১৬ শতাংশ। শিক্ষা খাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনার উপর আমরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন করেছিলাম। বর্তমানে ৪৬৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি কর্মসূচী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস এবং ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া উপবৃত্তি কর্মসূচীর ফলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছাত্রী উপবৃত্তি দশম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার

এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের টিউশন ফি মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

জনাব স্পীকার,

৩৪ \ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির এবং নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং শিশুশ্রম রোধের উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর এবং শিশুশিক্ষায় তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ মোট ১,২৫৫টি ইউনিয়নে সরকারের নিজস্ব অর্থে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল তদানীন্তন বিএনপি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ৫৮ শতাংশ ব্যয় হবে দারিদ্র নিরসন সহায়ক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্য সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠায় আমরা আগামী অর্থ বছর থেকে একটি নতুন ও সম্প্রসারিত কর্মসূচী প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিয়েছি। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র পরিবারের একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলে সে পরিবারকে মাসিক ১০০ টাকা হারে এবং একাধিক শিক্ষার্থীবিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারকে মাসিক ১২৫ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব অর্থায়নে এ যাবতকালের সর্ববৃহৎ ‘‘প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প’’ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এ বাবদ ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আশা করা যাচ্ছে, এর ফলে দরিদ্র শিশুদের ১০০ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমে যাবে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকের স্বল্পতা থাকায় আগামী অর্থ বছরে ৮,০০০ নতুন প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৭তম বিশেষ অধিবেশনে বিশ্ব শিশু সম্মেলনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘জীবনের সূচনালগ্নে শিশুদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম

সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।” প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দে তাঁর এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

৩৫ \ বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া, সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা খাতে সংস্কারের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার জন্য একটি জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ-এ প্রশিক্ষণ দানের জন্য ছয়টি বিভাগীয় সদরে ৬টি ভাষা কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তবে ইংরেজি ছাড়াও আরবি, ফারসি, জাপানি, চীনা এবং জার্মান ভাষায়ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার সকল স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা জনপ্রিয় করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতির অনুসরণে আগামী তিন বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলে ১০,০০০ কম্পিউটার বিতরণ করা হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩৬ \ আমাদের সংবিধানে বিধৃত মৌলিক নীতি অনুযায়ী জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ এবং নারী ও শিশুদের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই খাত তাই সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসাবেই সর্বদা চিহ্নিত থাকবে। ২০০১-০২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে বরাদ্দ ছিল ২,৬৪৯ কোটি টাকা। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে ১,৩২৫ কোটি টাকা ও উন্নয়ন বাজেটে ১,৭০২ কোটি টাকাসহ মোট ৩,০২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০০১-০২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আগামী অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৭৮ কোটি টাকা বা ১৪.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য সহায়ক চিকিৎসক ও নার্সদের নতুন ২,০০০ পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৭ \ উল্লেখ্য, বিগত সরকারের আমলে Programme Approach এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের জন্য একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী (Health and Population Sector Programme) গৃহীত হয়। এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ সরকার ও কতিপয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ যৌথভাবে অর্থায়ন করছে। এই কর্মসূচী গ্রহণকালে বিগত সরকার কর্তৃক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখায় কর্মসূচীটি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই কর্মসূচী থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। বর্তমান সরকার দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে কর্মসূচীটি নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩৮ \ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৪-এ যমুনা বহুমুখী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে সড়কপথে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে তেমনি এ সেতুর উপর দিয়ে রেল সুবিধা এবং দেশের পূর্বাঞ্চল হতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং ফাইবার অপটিকসের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ লাইন নেয়ার সুবিধা থাকায় ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দেশের অতি সম্ভাবনাময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প এবং কল-কারখানা গড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর

একটি সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে এ পদ্মা সেতুর বাস্তব নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ডিসেম্বর মাসে বরিশাল-পিরোজপুর সড়কে ৯১৮ মিটার দীর্ঘ ৫ম চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর (গাবখান সেতু) শুভ-উদ্বোধন করেন। ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর উপর ‘ভৈরব সেতু নির্মাণ’ প্রকল্পের কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।

৩৯ \ ২০০২-০৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটে যোগাযোগ খাতে ৩,৪২১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মোট বরাদ্দের প্রায় ১৮ শতাংশ। উপরন্তু রাজস্ব বাজেটে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৩১৭ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রস্তাব করছি। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কর্মসূচী। উদাহরণস্বরূপ, ১ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণে ব্যয় হয় যথাক্রমে প্রায় পাঁচ কোটি এবং আড়াই কোটি টাকা। এককভাবে সরকারের সীমিত সম্পদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো দ্রুত নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতও যদি উদ্যোগী হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে দেশি ও বিদেশি বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রদান করা হবে এবং সে অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য আহবান জানানো হবে। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ যাতে অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালন করতে আগ্রহী হন, সে উদ্দ্যেশ্যে এই অবকাঠামো ব্যবহারকারীদের উপর প্রয়োজনীয় চার্জ আরোপের ব্যবস্থা করা হবে। এ খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ সম্পৃক্ত হলে দারিদ্র নিরসনে এবং সামাজিক খাতে সরকারের পক্ষে অধিকতর অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে।

জনাব স্পীকার,

৪০ \ আমাদের অর্থনীতিতে কৃষক এবং কৃষিখাতের ভূমিকা ও অবদানকে আমরা সবসময়ই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে এসেছি। আমাদের মহান নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠালগ্নেই, আমাদের দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে ধানের শীষকে গ্রহণ করে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কৃষি খাতের টেকসই উন্নতির জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন তথা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র দূরীকরণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমরা কৃষি ঋণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করব। উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের আবাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনকে বহুমুখী করে তৈল বীজ, ডাল, ভুট্টা, শাক-সবজী ও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪১ \ ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছ, মাংশ, দুধ, ডিম ইত্যাদির উৎপাদনও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির কারণে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনে যে নীরব বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল পরবর্তী সরকার তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারসমূহের আয় বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক পশুপালন কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য আমরা অতীতের মত এবারও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই কর্মসূচী মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খামারীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং একইসাথে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

জনাব স্পীকার,

৪২ \ আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য আমরা সম্ভাব্য সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মৎস্য চাষ ও পশুপালনসহ কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে আমরা এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। আগামী অর্থ বছরেও এ ভর্তুকি অব্যাহত থাকবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও কম্পিউটার সফটওয়্যার উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমি ৩০০ কোটি টাকার উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি। অতীতে এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও যথাযথ নীতিমালার অভাবে এই অর্থ ব্যবহৃত হয়নি। এই বরাদ্দ সুষ্ঠুভাবে যাতে ব্যবহৃত হয় সে লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। তাছাড়া, ইতোপূর্বে বিভিন্ন পণ্য রফতানীর ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলেও কৃষিপণ্যকে এর বাইরে রাখা হয়েছিল। আমরা ইতোমধ্যেই কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রেও নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

জনাব স্পীকার,

৪৩ \ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বলে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে। এ ধরনের প্রচারণায় যে অতিরঞ্জন ছিল তা কিছু পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয়। এরশাদ সরকারের ৯ বছরে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকারের আমলে বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রতিবছর গড়ে ১৭ লক্ষ টনের কিছু বেশি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ আবার বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিবছর গড়ে ২৪ লক্ষ টনের উপরে

দাঁড়ায়। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে থাকলে বিদেশ হতে বর্ধিত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন কেন হল সে প্রশ্ন থেকে যায়।

জনাব স্পীকার,

৪৪ \ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দারিদ্র বিমোচনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও উপখাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে সার্বিকভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৪৩ ভাগ দারিদ্র নিরসনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ৩৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং এই প্রথম আলাদাভাবে দারিদ্র বিমোচন খাতে প্রকল্প গ্রহণের জন্য থোক হিসাবে ১৫০ কোটি টাকা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে দারিদ্র নিরসনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত যথা, টি আর, জি আর, ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কদের জন্য ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা, পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় দারিদ্র নিরসনের জন্য বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে এ সকল খাতের বরাদ্দ ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৪,২১৮ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৪৫ \ দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা ও ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে চলতি ২০০১-০২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৭৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে আগামী ২০০২-০৩ অর্থ বছরে

উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১,০৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৬ \ বর্তমানে সরকারি খাতে ১,২২৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। Private Power Generation Policy এর আওতায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতে Build-Own-Operate ভিত্তিতে ২,২৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লানের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ৬,০৭১ মেগাওয়াট এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারি খাতে ১৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে ২০০৬-২০০৭ সালের মধ্যে স্থাপনের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডের বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সংস্কার আইন চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। এ আইনের আওতায় একটি Energy Regulatory Commission গঠন করা হবে। এ কমিশনকে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ও বিপনন নিয়ন্ত্রণসহ লাইসেন্স প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হবে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ২,২৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৭ \ প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে জ্বালানি ও গ্যাস খাতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, ভোক্তার স্বার্থ

সংরক্ষণ, একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস আইন-এর খসড়া ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের প্রকৃত মজুদের পরিমাণ এবং গ্যাসের যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তা অবসানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্যাসের প্রকৃত মজুদের উপর ভিত্তি করে দেশের স্বার্থে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। গ্যাস ব্যবহারকারীদের সেবার মানোন্নয়ন এবং বিতরণ-অপচয় রোধ করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে তিনটি পৃথক কোম্পানিতে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সাথে পর্যায়ক্রমে সঙ্গতিপূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ২০০১-০২ সালের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৫৮ কোটি টাকা যা ২০০২-০৩ সালে ৫৮০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৪৮ \ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করে। ইতোমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে কতিপয় প্রণোদনামূলক সুবিধা যেমন সিআইপি মর্যাদা, রেমিটার কার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হবে। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেই বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি, তাঁদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৪৯ \ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের বনভূমির সম্প্রসারণ করা খুবই জরুরি। বিগত ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সে বছরের জুলাই মাসে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীকে মাথাপিছু অন্তত একটি করে বৃক্ষরোপণ ও রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন। দেশনেত্রীর সে আহবানে দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছিল এবং সারাদেশে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিগত পাঁচ বছরে এ উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু জোট সরকার দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে উন্নীত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এছাড়া পলিথিন ব্যাগের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় রোধকল্পে বর্তমান সরকার সবধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করে ২০০২ সালে সংশোধনী আইন প্রণয়ন ও জারি করেছে। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং বনায়ন কর্মসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য আমি ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে এ খাতে ২৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫০ \ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের ভূমিকার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শুধু দেশরক্ষা নয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ জনগণের পাশে থেকে সবসময়ই প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বলিষ্ঠ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ সুনাম অর্জন এবং একই সাথে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন।

প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগীভাবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ৩,৯৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতা এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ৬০১ কোটি টাকা কর্তনের পর সরকারের নীট প্রতিরক্ষা ব্যয় দাঁড়াবে ৩,৩৩৬ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৫১ \ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজে শান্তিতে বসবাসের জন্য জনগণ আমাদেরকে নির্বাচনে রায় দিয়েছেন। তাই আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা পুলিশ বাহিনীকে আরও গতিশীল ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন সংগ্রহ বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুলিশ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে প্রায় ছয় হাজার নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ৩ লক্ষ আনসার সদস্যকে মৌলিক শৃঙ্খলা উন্নয়ন এবং ১ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ, অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ নারী ও শিশু পাচার রোধে বাংলাদেশ রাইফেলস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ব্যাটালিয়ন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৫২ \ সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র, এতিম,

প্রতিবন্ধী, বয়স্ক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলা এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সুযোগ প্রদান, তাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূত করা এবং দেশ ও জাতি গঠনের জন্য সহায়ক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিগত সরকার এক্ষেত্রে কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করলেও এ সকল কর্মসূচীর জন্য প্রদত্ত বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগীকে মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী ১লা জুলাই থেকে মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ ১২৫ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছয় লক্ষে উন্নীত করা হবে। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার উপকারভোগী রয়েছেন, যাদের মাসিক ১০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হয়। ২০০২-০৩ সালে তাঁদের ভাতার হার ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকায় বৃদ্ধি করার পাশাপাশি উপকারভোগীদের সংখ্যা ৩ লক্ষে উন্নীত করা হবে। এ বাবদ বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৫৩ \ এ ছাড়া সমাজের নির্যাতিত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ‘‘এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন’’ এবং ‘‘প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা’’ নামে নতুন দু’টি কার্যক্রম চালু করার প্রস্তাব করছি। এর আগে কোন সরকারই এসিডদগ্ধ মহিলা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য কোন আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেনি। এ দু’টি কার্যক্রমের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৪ \ জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন

অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত ও পুঁজির অভাব দূর করার লক্ষ্যে সহজ-শর্তে যুবকদের মাঝে ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ক্রীড়া কর্মকান্ডে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৫৫ \ বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে টেলিযোগাযোগ খাতকে সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আরো আধুনিকায়ন ও উন্নতির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করাসহ এ খাতকে আরো অধিক প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ নামে একটি নতুন আইন কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্থাপন করা হয়েছে। এ কমিশন বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও গ্রাহকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণের কার্যক্রম শুরু করেছে।

৫৬ \ বর্তমানে টিএন্ডটির টেলিফোন সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে সারা দেশে মোট পৌনে দুই লক্ষ নতুন ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৬৪,৮০০ এনালগ টেলিফোন ডিজিটালে রূপান্তর করা হবে। ফলে দেশের কোন জেলা সদরে আর এনালগ টেলিফোন থাকবে না। ইতোমধ্যে ৫৭টি উপজেলা এনালগ এক্সচেঞ্জকে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জুন, ২০০৩ নাগাদ আরো ১৪২টি উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ চালু করা হবে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরের টেলিফোন চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন আরো পাঁচ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমান

সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর টেলিফোন সুবিধা জনগণের নিকট আরো সহজলভ্য করার জন্য এনডব্লিউডি এবং আইএসডি কলচার্জ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। তাছাড়া ইন্টারনেট চার্জও ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। টেলিফোনের সংস্থাপন চার্জও ব্যাপকভাবে হ্রাস করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০০১-০২ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে টেলিযোগাযোগ উপখাতে মোট বরাদ্দ ছিল প্রায় ১,২০৬ কোটি টাকা। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ১,৪৪৩ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৭ \ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বর্তমানে মারাত্মক লোকসানের সম্মুখীন। বিগত সরকারের আমলে এই খাতের অব্যবস্থাপনা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এ দুরাবস্থা জাতির জন্য উদ্বেগজক। এই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার অন্যতম কারণ হলো বেসরকারিকরণ নীতি বাস্তবায়নে মন্থরতা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বেসরকারিকরণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী বেসরকারিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়েও সরকার আন্তরিক। এ লক্ষ্যে বেসরকারিকরণের জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে যে সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা বিদায় নিবেন তাঁদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। প্রয়োজনে এই বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৫৮ \ গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ খাতে পূর্বে সূচিত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে অক্ষমতা এবং অনীহা প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫,৯৫৩ কোটি টাকা যা ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে

১২,২২৭ কোটি টাকায়। আরও লক্ষণীয় যে, ১৯৯৭ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করেছে তার প্রায় ২৭ শতাংশ ইতোমধ্যে ‘শ্রেণীবিন্যাসিত’ হয়েছে। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কতিপয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণ সমস্যা পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ সমাধান সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা জোরদার করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আইন, ব্যাংকিং কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) আইন-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে শেয়ার বাজারে সংঘটিত হয়েছে জঘন্যতম কেলেঙ্কারি; যার ফলে বিদেশে পাচার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা হয়েছে বিনষ্ট। পুঁজিবাজারকে যথাযথভাবে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকার শেয়ার লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে যার ফলে এই বাজারে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসবে। এ ছাড়া পদ্মাসহ অন্যান্য তেল বিপনন কোম্পানিগুলির শেয়ার এবং বহুজাতিক কোম্পানীসমূহে সরকারের শেয়ার পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৫৯ \ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে একটি বাস্তবানুগ ও নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো যুগোপযোগী সংস্কার করা হবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে আমরা উদার বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাসী। এ লক্ষ্যে শুল্ক কাঠামোতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। আমদানি নীতি যথেষ্ট পরিমাণে অবাধ ও উদার করা হয়েছে। এর ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং তুলনামূলকভাবে ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত হবে। এ কারণে বাণিজ্য উদারীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে।

জনাব স্পীকার,

৬০ \ আগামী অর্থ বছরে বাজেট বাস্তবায়ন ও মনিটরিং পদ্ধতি জোরদার করা হবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলন করা হবে। বাজেটে ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বক্ষেত্রে ব্যয়ের উপযোগিতা এবং গুণগত মানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

জনাব স্পীকার,

৬১ \ বর্তমান সরকারের এই বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মূল্যবান দিক নির্দেশনার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বাজেট প্রণয়নের পূর্বে আমি মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বিভিন্ন গোষ্ঠী/সংস্থা ও এনজিও প্রতিনিধি, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে বাজেট সম্পর্কে ব্যাপক ও নিবিড় মতবিনিময় করেছি। তাঁদের নিকট থেকে আমি মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ পেয়েছি এবং যতটা সম্ভব বাজেটে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি। আমি তাঁদের সকলকে বাজেট প্রণয়নে মূল্যবান অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্যও তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবার আশা রাখি।

জনাব স্পীকার,

৬২ \ আমাদের রাজনীতি যেমন জনগণের জন্য, এই বাজেটেও তেমনি জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি। যে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিম্নে সে দেশের সংগ্রাম হবে দারিদ্র

নিরসনের, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোটাবার, অর্থনৈতিক মুক্তির। এই সংগ্রাম শুধু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নয়, এই সংগ্রাম দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের জনসাধারণের। তাই এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দলমত নির্বিশেষে সকলকে আমাদের কাংখিত অগ্রযাত্রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আমার বাজেট বক্তৃতার প্রথম পর্ব আপনার অনুমতি নিয়ে এখানে শেষ করছি।

দ্বিতীয় পর্ব
রাজস্ব কার্যক্রম

জনাব স্পীকার,

এ মহান জাতীয় সংসদে অষ্টম বারের মত জাতীয় বাজেট পেশ করার সুযোগ পেয়ে আমি সর্ব প্রথম পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে শুক্‌রিয়া জানাই। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ-বছরে তৎকালীন মহান সংসদে যে বাজেট আমি পেশ করেছিলাম সে সময়ের তুলনায় বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রেক্ষাপট অনেকাংশেই পরিবর্তিত এবং ভিন্নতর। সময়ের এ ব্যবধানে বিশ্বে অনেক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও কোন কোন ক্ষেত্রে তুলকালাম কান্ড ঘটে গেছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিক কালে যে কয়েকটি সাড়া জাগানো ঘটনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলা, গোটা বিশ্বে বিরাজিত অর্থনৈতিক মন্দাভাব, বিশ্ব শেয়ারবাজার মূল্যের পতন, আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান এবং সর্বশেষ আর্জেন্টিনা ক্রাইসিসের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ ধরনের ঘটে যাওয়া প্রায় সব বিপর্যয়ের সাথে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিরও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক অঙ্গনে নিকট অতীতে যখন মন্দাভাব বিরাজ করছিল, সে অবস্থায় আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থানও ছিল বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল, এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর নাজুক। বিগত আওয়ামী সরকারের অব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শিতার কারণে গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোয় নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের একটি দীর্ঘ মেয়াদী মন্দা অবস্থান থেকে বর্তমান সরকার দ্রুত উত্তরণের লক্ষ্যে যে সব প্রচেষ্টা গ্রহন করেছে তার ফলে ইতোমধ্যে অনেকক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপরে উল্লেখিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে আজকে যে বাজেট আমি উপস্থাপন করছি তা সার্বিক জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

২। জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারনায় পরিচালিত আমাদের সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যে বিএনপি সরকারের বিগত

শাসনামলে আমরা উন্নয়নমূখী ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়তে যে সকল কার্যকর ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন করে ছিলাম তার ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ ÒEmerging TigerÓ হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে। কিন্তু বিগত আওয়ামী শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত পশ্চাদমূখী নীতি ও অদূরদর্শিতার জন্য ÒEmerging TigerÓ এর ইমেজ সম্পূর্ণরূপে ম্লান হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমি এখানে পরিসংখ্যান ভিত্তিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরতে চাই। এর ফলে উপস্থিত সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা হলেও সম্যক ধারনা লাভে সক্ষম হবেন। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে রাজস্ব ঘাটতি ছিল জিডিপির ৪.৫ শতাংশ যা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫ শতাংশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১৯৯৫-৯৬ সালে জিডিপির ৯.৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০০০-২০০১ সালে ৮.৮৫ শতাংশে নেমে এসেছিল। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বিগত সরকারের আমলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। বিগত আওয়ামী সরকারের আমলেই এ দেশে শেয়ারবাজারে অবিশ্বাস্য রকমের ধ্বস নামানো হয়েছিল যা এখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুঁজি বাজারের এ ক্ষতি সাধনে আমাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বিরাট রকমের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল যার ধকল আজও আমরা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। বর্তমান সরকার এই অবস্থান থেকে উঠে এসে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে লক্ষ্যে এ বাজেটে আমরা নিজস্ব চিন্তা ও ধ্যান-ধারনার প্রতিফলন ঘটিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমারোহের চেষ্টা করেছি।

জনাব স্পীকার,

৩। নতুন শতাব্দী আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। এগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে আমরা গোটা বিশ্বের অগ্রগতির মিছিল থেকে পিছিয়ে পড়ব। বিশ্বায়ন (Globalization) প্রক্রিয়া এ চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার মাত্রিকতা কেবলমাত্র বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অর্থপ্রবাহ ও তথ্য প্রযুক্তি সহ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট এ সুযোগ কাজে লাগাতে হলে প্রথমেই দরকার দেশের সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। ১৯৯১-১৯৯৬ সময়ে বিএনপি সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করেছিল, তা বিগত সরকারের আমলে মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। আমাদের মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভবপর নয়। মধ্যপ্রাচ্যের দোহাতে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বাণিজ্য-সংস্থার মন্ত্রী

পর্যায়ের সভায় WTO framework of rules and disciplines বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ২০০৪ সালের ভিতর বস্ত্র খাতে কোটা পদ্ধতির বিলোপ সাধন, কৃষিকে WTO আলোচনার অন্তর্ভুক্তকরণ, উন্নয়নশীল দেশের জন্য Special and Differential Treatment (S&D) ইত্যাদি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ বাজেটে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে Tarrif structure পুনর্গঠন ও শুল্কহার কাঠামো যৌক্তিকীকরণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে - যাতে করে দেশীয় শিল্পের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে বিশ্বায়নের (Globalization) সুযোগকে কাজে লাগানো যায়।

জনাব স্পীকার,

৪। সংস্কার ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক এই বিশ্বে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। বিএনপি সরকারের ১৯৯১-১৯৯৬ সময়কালে আমরা Structural Adjustment Reforms এর আওতায় যে সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলাম তা আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে স্থবির হয়ে যায়। আমাদের গৃহীত সংস্কার কর্মসুচীগুলোর যথাযথ follow up না করার কারণে আন্তর্জাতিক ভাবেও বিগত সরকার সমালোচিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে (March 12-15,2002, Page-7) যে মন্তব্য করা হয়েছে তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি, "Little progress has been made in further liberalization since the mid 1990's ; rather some back-peddling was evident in that import bans/restrictions were added to the existing list for trade (protective) reasons, and the top tariff rate has held its ground since 1998. More importantly, rampant non-neutral application of supplementary duties and other surcharges in recent years have non-transparently raised the level of nominal protection well beyond what is implied by customs duties." দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত একটি সরকারের সংস্কার কর্মসূচীর অপমৃত্যু পরবর্তী একটি সরকার এর হাতে এভাবে হতে দেখা যায় না। আমাদের পূর্ব মেয়াদে থাকাকালীন সময়ে যে সংস্কার কর্মসূচীগুলো আমরা শুরু করেছিলাম তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হলে বিশ্ব ব্যাংকের তরফ থেকে এ ধরনের সমালোচনার সুযোগ থাকত না। বর্তমান সরকার অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী চালিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। আমরা ইতোমধ্যে যে সব কর্মসূচী হাতে নিয়েছি তাতে আশা করা যায় যে কর প্রশাসনে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠিত হবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, কর প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণের ফলে জনগণ কর প্রদানে উৎসাহিত হবেন এবং বর্দ্ধিতহারে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে তা সহায়ক হবে। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে ইতোমধ্যে আমরা যে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছি তা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনের অপর একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি, “Bangladesh’s new Government recognizes the gravity of the problems at hand and is contemplating appropriate reforms — the need now is to translate recognition and intention into action.The process of de-regulation begun in the early 1990s needs to be completed.” এ মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হবে যে আমাদের অনুসৃত বিগত সময়ের সংস্কার কর্মসূচীগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়েছিল যা বিগত আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতার কারণে পুনরায় আমাদেরকেই সম্পাদনের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। মাঝখানে আমাদের বেশ কিছুটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। প্রস্তাবিত এ বাজেটে আমি তাই যতদূর সম্ভব সার্বিক করনীতিতে বিগত সরকারের সৃষ্ট অনেক বিচ্যুতি (distortions), অসমদর্শিবিষয় (inequities), অনিয়ম ও অসঙ্গতি (anomalies) এবং প্রপাত প্রভাব সমূহ (cascading effect) দূর করার চেষ্টা করেছি।

জনাব স্পীকার,

৫। আপনার মাধ্যমে মহান সংসদকে আমি আরো জানাতে চাই যে এই প্রথম বারের মতো ভ্যাট এবং আয়করের ক্ষেত্রে বড় ধরনের রাজস্ব ফাঁকি নিরুপন এর লক্ষ্যে বেশ কিছু অডিট ফার্ম নিয়োগকরা হয়েছে। গৃহীত এ কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট খাতগুলো থেকে বিপুল অংকের রাজস্ব ফাঁকির তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং ফাঁকিকৃত রাজস্ব দ্রুত আদায়ের ব্যাবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের রিপোর্টে (মার্চ, ২০০২ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট, পৃষ্ঠা- ৪, অনুচ্ছেদ-১০) সরকারের গৃহীত এই পদক্ষেপকে 0Welcome initiatives0 হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরছি, “In a bid to improve generation of tax revenue, the National Board of Revenue has undertaken to investigate large tax evasion cases. For the first time, over a dozen accounting firms have been assigned to the task of investigating evasion cases relating to VAT and income taxes.

In addition to these welcome initiatives, there is a need to revisit the tax holiday facilities given to different categories of industries, to find out if these have contributed to industrial expansion in the country”. বিদ্যমান tax holiday এর অপব্যবহার সম্পর্কেও বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন, আজকের উপস্থাপিত এ বাজেটে আমি সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহনের উল্লেখ করেছি।

জনাব স্পীকার,

৬। অর্থনৈতিক মন্দাভাবের প্রেক্ষিতে এ বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশানুরুপ হবে না বলে বিশ্ব ব্যাংক মনে করে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এ বছর ৩.৫ শতাংশ হবে বলে আশা করা হলেও বিশ্ব ব্যাংকের মতে তা ১.৩ শতাংশ হবে বলে আশংকা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ,কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থ যোগানের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ বছরের রাজস্বনীতি প্রনয়ন করা হয়েছে। উদার বাণিজ্য নীতির পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের ন্যায্য প্রতিরক্ষণ ও পরিপোষনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাজেটে কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয় সাধনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। শুল্কহারকে distortion মুক্ত করার লক্ষ্যে শুল্ক হারের যৌক্তিকীকরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেটে আমদানি ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক হার হ্রাস, বিপুল সংখ্যক পণ্য সামগ্রীর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, লাইসেন্স ফী তুলে দেয়া সহ বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এর ফলে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক কর এর আপাতন (Incidence) অনেকখানি হ্রাস পাবে।

জনাব স্পীকার,

৭। এখানে আমি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। বর্তমানে দু থেকে তিন স্তর বিশিষ্ট শুল্ক হার প্রায় সব দেশেই প্রবর্তন করা হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতেও তিনটির বেশী শুল্ক হার বিদ্যমান নেই এবং সর্বোচ্চ শুল্ক হার যথেষ্ট নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। সেই সাথে সকল পণ্য সামগ্রীর আমদানী ক্ষেত্রে শুণ্য শুল্ক হার সুবিধা তুলে নেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও অনেক পণ্য সামগ্রীর আমদানী ক্ষেত্রে শুণ্য শুল্ক হার বিদ্যমান যা একান্তই অনভিপ্রেত। এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে।

৮। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উপজীবিকার প্রধান উৎস কৃষি খাত। তাই এ বাজেটে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক শিল্পকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। এই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এ খাতে সরকার প্রদত্ত সুবিধাদি অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিসর আরোও বাড়ানো হয়েছে। বাজেটে কোন নতুন করারোপ না করে কর ব্যবস্থায় নিবিড় মনিটরিং, কর ফাঁকি উদ্‌ঘাটন ও রোধের পদক্ষেপ গ্রহন করে সার্বিক রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত অন্যান্য খাত হতেও পূর্বের তুলনায় বেশী রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করে।

জনাব স্পীকার,

৯। বিগত বছরের বাজেট যতটা না ছিল অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তার চেয়ে বেশী ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ; লক্ষ্য ছিল একটিই — নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়া, যা হয়ে উঠেনি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেমিনারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গত বাজেটের বেশ কিছু অবাস্তবতা ও অযৌক্তিক দিক সম্পর্কে অভিমত মত ব্যক্ত করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের Periodic Economic Update (July 2001) এ গত বছরের বাজেটের সাফল্য সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে ভদ্র ভাবে বলা হয়েছে, "Prudent, But Difficult to Meet." এ ধরনের নেতিবাচক সমীক্ষা কোন আত্মমর্যাদাশীল জাতির জন্য কাম্য হতে পারে না। তাই এবার আমরা একটি বাস্তবপ্রসূত বাজেট উপহার দিতে চাই, যা আমরা পূর্বেও বহুবার দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নে বিভিন্ন বণিক ও শিল্প সমিতি, পেশাজীবি সমিতির মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে তাদের দূরত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন বণিক ও শিল্প সমিতি, পেশাজীবি সমিতি, বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ, প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী, গভর্ণর ও অর্থ সচিববৃন্দ, জাতীয় সংসদের সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ সহ বহু মত ও পথের অনুসারী বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাক্-বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহন করেছি। এছাড়া এফবিসিসিআই এর বাজেট সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের সাথে এনবিআর এর সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এ বাজেট তৈরীতে সরকারের তরফ থেকে ছিল participatory approach যা অনেক সমস্যার সমাধানে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

জনাব স্পীকার,

১০। গণতন্ত্রের ভীতকে শক্তিশালী করতে হলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুশাসন (Good governance) অত্যাবশ্যক। অর্থনৈতিক সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সুশাসন ও জবাবদিহীতার প্রয়োজন খুব বেশী। সরকারী কর ব্যবস্থায় কর্মকর্তাদের জবাবদিহীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বাজেটের কর আইনে “স্বেচ্ছাক্ষমতা” হ্রাস করা হয়েছে। এতে করে করদাতারা স্বেচ্ছায় কর প্রদানে অধিক উৎসাহী হবেন এবং সার্বিক কর আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে আমি মহান সংসদকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বিএনপি সরকারই বিগত আমলে সর্বপ্রথম আর্থিক খাতের সংস্কার সাধন করে কর কাঠামোয় আধুনিক ভ্যাট পদ্ধতি প্রবর্তন করে যার সুফল আমরা এখনও পাচ্ছি। প্রস্তাবিত এ বাজেটে ভ্যাট ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট নয়টি পণ্য ব্যতীত সকল পণ্যের উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করে কৃষি পণ্যের উৎপাদন মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এখাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর থেকে ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে ভ্যাট এর ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন হারে কর আদায় করা হয়ে থাকে। এ সকল বিচ্যুতি দূর করে একটি সুষম করহার প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভ্যাট হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। একইসাথে কর আইন সম্পর্কে করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত 0Educating the Tax payers0 এর ন্যায় কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়েছে। এসব পরিবর্তন কর ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে আনবে বলে মনে করি।

জনাব স্পীকার,

১১। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে বাংলাদেশ Millennium Development Goals (MDG) এ অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি দেশ। এ হিসেবে বাংলাদেশকেও অন্যান্য দেশের মতো ২০১৫ সালের মধ্যে অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে যে জন্য অনেক সম্পদের প্রয়োজন। আমরা যতদূর সম্ভব অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের মাধ্যমে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সক্ষম হব বলে আশা করি।

জনাব স্পীকার,

১২। এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের রয়েছে আন্তরিক সদিচ্ছা এবং ব্যাপক জন সমর্থন। সর্বোপরি রয়েছে মহান সৃষ্টি কর্তার অপার করুণা। তাই অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে আমরা সফল হব – এ প্রত্যয় আমাদের রয়েছে।

১৩। আমি এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রস্তাব সমূহ মহান সংসদে পেশ করছি।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

জনাব স্পীকার,

১৪। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়করই হচ্ছে আমাদের রাজস্বের প্রধান উৎস। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আমদানী নির্ভর রাজস্বের পরিমান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। রাজস্ব আহরণের জন্য এখন থেকে আমাদের নির্ভর করতে হবে মূলতঃ আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের উপর। বিগত সরকারের আমলে আয়কর ব্যবস্থাপনায় কোনই সংস্কার আনা হয়নি। এসময়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে পরোক্ষ করের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা আদৌ কমেনি। সংস্কারের অভাবে আয়কর প্রশাসন গতিশীলতা হারিয়ে ফেলছে। অন্যদিকে বিগত বছরগুলিতে আয়কর আইনে নানা রকম বিকৃতি (distortion) ও পশ্চাৎমূখী বিধান প্রবর্তন করে আয়কর ব্যবস্থাকে অসংগতিপূর্ণ ও দিক নির্দেশনাহীন করে তোলা হয়েছে। এবারের আয়কর সংক্রান্ত পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রশাসনিক গতিশীলতা পুনরুদ্ধার, শিল্পায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর মামলার বিচার ব্যবস্থার বহুমাত্রিক সংস্কার, কর ফাঁকি রোধ, বিনিয়োগ উপযোগী কর সখ্য পরিবেশ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো সহ কৃষিজাত শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। এখন আমি আয়কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করছি।

জনাব স্পীকার,

১৫। (ক) আমাদের অর্থনীতিতে বিপুল অংকের কর অনারোপিত আয় (untaxed income) রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ধরণের আয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন বিশেষ সুবিধা না থাকায় করদাতাগণ যেমন একদিকে এ আয় ঘোষণায় উৎসাহিত হচ্ছেন না এবং অন্যদিকে তা উৎপাদনশীল খাতেও বিনিয়োগ হচ্ছে না, যার ফলে শিল্পায়নসহ উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে প্রত্যাশিত গতিশীলতা আসছে না। কর নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত সমূহের দিকে বিনিয়োগকে প্রবাহিত করা। ইতোপূর্বে একাধিকবার কর অনারোপিত আয় (untaxed income) ঘোষণার বেলায় যে আংশিক কর অব্যাহতি (partial tax amnesty) দেয়া হয়েছিল তাতে বিনিয়োগের কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় এতে কাঙ্খিত সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই, আমি এ লক্ষ্যে ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যবসা, শিল্প ও বানিজ্যিক উদ্যোগে যে কোন অংকের বিনিয়োগকে বিনা প্রশ্নে এবং শর্তহীনভাবে গ্রহণের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

(খ) আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে আম, লিচু ও পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে আনারস এবং দক্ষিণাঞ্চলে পেয়ারা ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ না হওয়াতে এসব পচনশীল ফলমূলের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (agro processing industry) গড়ে তোলা হলে একদিকে যেমন উৎপাদনকারীরা এর ন্যায্য মূল্য পাবেন, অন্যদিকে তা কর্মসংস্থান ও রপ্তাণী বহুমূখীকরণে সহায়ক হবে। তাই কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (agro processing industry) বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত এ ধরণের শিল্পকে আয়কর অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করছি। অন্যান্য খাতের ন্যায় এ খাতের বিনিয়োগও কর অব্যাহতিযোগ্য হবে।

(গ) শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন এ খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ। বর্তমানে সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতের বানিজ্যিক যানবাহনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়করের যথাক্রমে ২০০ শতাংশ ও ১২৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত কর আরোপিত আছে। পরিবহন খাতের যানবাহনে বিনিয়োগের বেলায় অনুসৃত এ করনীতি গুরুত্বপূর্ণ এ সেক্টরটির বিকাশের জন্য আদৌ সহায়ক নয়। তাই, আমি এ খাতের বানিজ্যিক যানবাহনের বেলায় আরোপণযোগ্য বিনিয়োগজনিত অতিরিক্ত আয়কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

১৬। বিগত সরকারের আমলে **১৯৯৯** সালে সম্পদ কর আইন বিলোপ করে সম্পদ করের পরিবর্তে আয়করের নির্দিষ্ট হারে সারচার্জ আরোপের পদ্ধতি চালু করা হয়। সম্পদের সাথে আয়কর সম্পৃক্ত করে সারচার্জ আরোপণ, কর ব্যবস্থায় একটি বড় বিকৃতি এবং তা কর আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া বহুমূখী কর ব্যবস্থা থেকে জনগনকে উপশম করার লক্ষ্যে সম্পদ কর প্রত্যাহার করার পর সারচার্জের নামে ছদ্মবেশে পূর্বের করকে ফিরিয়ে আনা একটি সম্পূর্ণ অনৈতিক পদক্ষেপ। তাই আমি সারচার্জ আরোপের বিদ্যমান বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

১৭। (ক) বর্তমানে বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তির বিদেশে অর্জিত আয় সরকারী মাধ্যমে দেশে এনে নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করলে তা করমুক্ত। বিনিয়োগের এ শর্তের কারণে কর অব্যাহতির এ সুবিধার কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের অর্জিত আয় দেশে আনা হলে সেক্ষেত্রে তাদের বেলায় বর্তমানে কোন কর অব্যাহতি নেই। তাই আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিবাসী এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বিদেশে অর্জিত আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনা হলে তা শর্তহীনভাবে করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

(খ) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির বিকাশসহ কম্পিউটার সফ্টওয়ারের উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ১লা জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার সফ্টওয়ার ব্যবসার আয়কে কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। একই সাথে, কম্পিউটার সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

(গ) বিদ্যমান আইনে শেয়ারহোল্ডারের হাতে বোনাস শেয়ার করযোগ্য আয়। বাস্তবে বোনাস শেয়ার কোন আয় নয়। তাই বোনাস শেয়ারকে করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

১৮। বর্তমানে ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাদের করমুক্ত সীমা হচ্ছে ১ লক্ষ টাকা। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে করমুক্ত সীমা ৭৫ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় বাড়ানো হয়। বিদ্যমান করমুক্ত সীমা আমাদের মাথাপিছু আয় এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের করমুক্ত সীমার আঙ্গিকে নিঃসন্দেহে বেশী। এ প্রেক্ষিতে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি;

(ক) ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের করমুক্ত সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৭৫ হাজার টাকা এবং বিদ্যমান ৪ স্তর বিশিষ্ট কর হারের পরিবর্তে **পরিশিষ্ট-“ক”** অনুযায়ী ৫ স্তর বিশিষ্ট কর হার প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতার সর্বোচ্চ হার ২৫শতাংশ অপরিবর্তিত থাকবে। জনাব স্পীকার, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, কর মুক্ত সীমা হ্রাস করার পরও কর হার পুনর্বিন্যাসের ফলে ১০ লক্ষ টাকা আয়ের একজন করদাতাকে যেখানে বিদ্যমান হারে কর দিতে হতো ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা সেখানে প্রস্তাবিত হারে তাকে দিতে হবে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৫০ টাকা। একইভাবে ৫ লক্ষ টাকার আয়ের করদাতাকে কর দিতে হবে ৮২ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং ২ লক্ষ টাকা আয়ের করদাতাকে দিতে হবে ১৪ হাজার টাকার পরিবর্তে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, ব্যক্তি করদাতাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ করের বোঝা লাঘব করার প্রেক্ষিতে তাঁরা

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যায্য কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা আরো জোরদার করবেন।

(খ) বর্তমানে ব্যক্তি করদাতাদের সর্বনিম্ন কর ১,০০০ টাকা। ১৯৯৪ সালে সর্বনিম্ন কর ছিল স্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির জন্য ১,৮০০ টাকা ও অন্যান্য করদাতার জন্য ১,২০০ টাকা। এ সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির আঙ্গিক বিবেচনা করে সর্বনিম্ন কর সকল ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতার জন্য ২,৪০০ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একই সাথে স্পট এ্যাসেসমেন্ট (spot assessment) এর জন্যও সর্বনিম্ন কর একই অংকে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

১৯। বর্তমানে কর্পোরেট কর হার লিষ্টেড কোম্পানীর জন্য ৩৫ শতাংশ এবং অন্যান্যদের জন্য ৪০শতাংশ নির্ধারিত আছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন মহল দীর্ঘদিন যাবৎ কর্পোরেট কর হার কমানোর দাবী জানিয়ে আসছেন। কর পরিপালন (tax compliance) বৃদ্ধিসহ শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের স্বার্থে সহনীয় কর হারের মাধ্যমে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কর্পোরেট কর কমানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি-

(ক) লিষ্টেড কোম্পানীর কর হার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। তবে ব্যাংক, বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর হার হবে ৪০ শতাংশ;

(খ) বর্তমানে লিষ্টেড কোম্পানী ২৫ শতাংশ কিংবা এর বেশী লভ্যাংশ ঘোষণা করলে তাদেরকে প্রদেয় করের ১০ শতাংশ কর রেয়াত দেয়া হয়। পুঁজি বাজার বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর রেয়াতের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণার হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

(গ) বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোম্পানীর মূলধনী সম্পত্তি ৫ বছরের মধ্যে হস্তান্তরিত হলে মূলধনী মুনাফার উপর করপোরেট হারে এবং ৫ বছর পর হস্তান্তরিত হলে ২৫ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হয়। কোম্পানীর বর্তমান মূলধনী কর হার অত্যধিক এবং তা শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই কোম্পানীর মূলধনী মুনাফার উপর আয়করের হার কমিয়ে সম্পদের retention period নির্বিশেষে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২০। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে ২০০১-২০০২ কর বছরের কর হার ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে। করদাতাগণ যাতে প্রস্তাবিত কর হ্রাসের সুবিধা পেতে পারেন সে লক্ষ্যে এ হার ২০০২-২০০৩ কর বছরের জন্য কার্যকর করার প্রস্তাব করছি।

২১। বর্তমানে সরকারী কর্মচারীকে বেতনের উপর আয়কর দিতে হয় না। এ কর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। বেতনের উপর আয়কর দিতে হয় না বিধায় অনেক সরকারী কর্মচারীর বেতন ব্যতীত অন্য আয় থাকলেও তারা আয়কর রিটার্ণ দাখিল করেন না। অন্যদিকে বেসরকারী কর্মচারীদেরকে বেতনের উপর যথারীতি আয়কর দিতে হয়। এর ফলে বেসরকারী কর্মচারীসহ সাধারণ করদাতাদের সাথে সরকারী কর্মচারীদের করারোপনে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এ বৈষম্য সামাজিক inequity সহ কর ব্যবস্থায় distortion সৃষ্টি করছে। 'Tax-GDP ratio' তেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়া সরকারী কর্মচারীরা কর নেটের বাইরে থাকায় করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিতে এ ব্যবস্থা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। সরকারী কর্মচারীদের এ কর বৈষম্য নিরসনের জন্য এফবিসিসিআই সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ জোর দাবী জানিয়ে আসছে। বিশ্ব ব্যাংক সহ উন্নয়ন সহযোগীরাও এ ব্যবস্থার জোর সমালোচনা করে আসছে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় এবারও এসব মহল থেকে বিষয়টি আমার নিকট জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। নীতিগতভাবে আমি মনে করি যে এ বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। তবে সরকারী কর্মচারীদের বিদ্যমান বেতন কাঠামোতে তাদের উপর কর ধার্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বিষয়টি সার্বিকভাবে বিবেচনা করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকার সরকারী কর্মচারীদের আয়কর পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে। এ জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারী কর্মচারীদের আয়কর বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা সরকারী কর্মচারীদের আয়কর বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে। সরকারী কর্মচারীদের কর সরকার কর্তৃক পরিশোধের সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে তাদেরকে বেতন বিলে টি.আই.এন উল্লেখ করতে হবে। অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় সরকারী কর্মচারীদের বেলায়ও 'tax on tax' হবে না। আমি আশা করছি যে, এ পদক্ষেপের ফলে সরকারী কর্মচারীদের আয়কর প্রদান সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত বিষয়টির সুরাহা হবে।

জনাব স্পীকার,

২২। বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানী (branch company) তাদের করারোপিত মুনাফা তাদের বিদেশী মালিক কোম্পানী (parent company) এর নিকট প্রত্যাবাসন করে। বর্তমানে এরূপ প্রত্যাবাসন করমুক্ত। অন্যদিকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর করারোপিত মুনাফা বিদেশী অংশীদারী মালিক কোম্পানীর নিকট লভ্যাংশ হিসেবে প্রত্যাবাসনের বেলায় উক্ত লভ্যাংশের উপর ১৫ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান করতে হয়। এতে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোম্পানীর ক্ষেত্রে করারোপনে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এই বৈষম্য দূরীকরনের লক্ষ্যে 'branch company' এর মুনাফা প্রত্যাবাসনকে লভ্যাংশ গণ্য করে করারোপনের প্রস্তাব করছি।

২৩। দেশের পুঁজিবাজারে দীর্ঘদিন যাবৎ স্থবিরতা বিরাজ করছে। দেখা যায় যে, অনেক তালিকাভূক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ভাল অংকের মুনাফা অর্জন করলেও তারা সে অনুসারে শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ কিংবা বোনাস শেয়ার বন্টন করছে না। এতে শুধু শেয়ারহোল্ডারাই বঞ্চিত হচ্ছেন না, সাধারণ বিনিয়োগকারীও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পাবলিক কোম্পানীর পর্যাপ্ত 'divisible profit' থাকা সত্ত্বেও ১৫ শতাংশের কম লভ্যাংশ কিংবা বোনাস শেয়ার ঘোষণা করলে তাদের অবন্টিত মুনাফা (undistributed profit) এর উপর ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত কর ধার্যের প্রস্তাব করছি। ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী এ ব্যবস্থার বাইরে থাকবে।

জনাব স্পীকার,

২৪। এন.জি.ও সমূহ তাদের কার্যক্রমের শুরুতে অমুনাফাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখলেও, ক্রমান্বয়ে তারা ব্যাপকভাবে বানিজ্যিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হচ্ছে। একই ধরণের বানিজ্যিক কর্মকান্ডের আয় অন্যান্যদের বেলায় করযোগ্য। ন্যায় বিচারের স্বার্থে একই ধরণের কর্মকান্ডের জন্য এন.জি.ও এবং অন্যান্যদের বেলায় বৈষম্যমূলক করনীতি অনুসরন করা সমীচীন নয়। তবে এন.জি.ও দের কর্মকান্ডের বিশেষ প্রেক্ষাপটে তাদের বেলায় কিছুটা কর সুবিধা (tax break) রাখার যৌক্তিকতা আছে। বিষয়টির সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে এন.জি.ওদের micro credit জনিত আয় ব্যতীত অন্যান্য সকল আয় করারোপনের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

২৫। শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের স্বার্থে স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই আমাদের কর ব্যবস্থায় কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত আছে। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে এ সুবিধার মেয়াদকাল ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ সুবিধা অব্যাহত রাখার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি আছে। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সমাবেশের প্রয়োজনীতার প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সহযোগীরাও এ সুবিধা অব্যাহত রাখার বিপক্ষে। বর্তমানে প্রায় ২ হাজারেরও বেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদের কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমান বিধান অনুসারে বিদ্যমান শিল্পের সম্প্রসারিত ইউনিটও কর অবকাশ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ইউনিটে কর অবকাশ সুবিধা ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই কোন নতুন ইউনিট স্থাপন না করে বিদ্যমান ইউনিটের যন্ত্রপাতি কৃত্রিমভাবে তৈরী নতুন ইউনিটে স্থানান্তর দেখিয়ে কর অবকাশ সুবিধা নেয়া হচ্ছে। সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করার পর সম্প্রসারিত ইউনিট স্থাপন করে করযোগ্য ইউনিটের আয় কর অবকাশপ্রাপ্ত সম্প্রসারিত ইউনিটে internal transfer pricing এর মাধ্যমে স্থানান্তর করে চিরস্থায়ীভাবে কর না দেয়ার ব্যবস্থা হিসেবে একে ব্যবহার করছে। এর ফলে আমাদের রাজস্ব পরিবেশে শিল্পখাতে এক অনাকাংখিত ‘tax haven’ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। রাজস্বের স্বার্থে এবং দেশের শিল্পায়নের বাস্তব বিকাশের লক্ষ্যে এ অপব্যবহার রোধ করা জরুরী। তাই, আমি এ ব্যবস্থায় নিম্নরূপ পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রস্তাব করছিঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ইউনিটের বেলায় কর অবকাশ সুবিধার বিদ্যমান বিধান প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

(খ) অভ্যন্তরীণ transfer pricing এর মাধ্যমে কর অবকাশ সুবিধার অপব্যবহার রোধকল্পে সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক ও বানিজ্যিক লেনদেনের বেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশ সুবিধার অযোগ্য বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য, কেবলমাত্র পৃথকভাবে স্থাপিত শিল্প কোম্পানীই কর অবকাশ সুবিধার যোগ্য হবে;

(গ) বর্তমানে কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের করমুক্ত আয়ের ন্যূনতম ৩০ শতাংশ আয় পুনঃবিনিয়োগ করতে হয়। শিল্পায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃবিনিয়োগের হার ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৬। (ক) বর্তমানে কর অবকাশ সুবিধার বিকল্প হিসেবে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবস্থানভেদে প্রথম বছরে কিংবা প্রথম দু'বছরে যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ১০০ ভাগ হারে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা দেয়া হয়। শিল্পায়নের স্বার্থে অবস্থান নির্বিশেষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম বছরেই শতকরা ১০০ ভাগ ত্বরায়িত অবচয় ভাতা প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

(খ) অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা (initial depreciation) তুলে দেয়া হয়। শিল্প বিকাশের জন্য এটি ছিল একটি নেতিবাচক পদক্ষেপ। তাই শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে শিল্প স্থাপনের প্রথম বছরে যন্ত্রপাতির মূল্যের ২৫ শতাংশ ও কারখানা দালানের মূল্যের ১০শতাংশ প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা প্রদানের বিধান পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। একই সাথে সাধারণ অবচয়ের বিদ্যমান হার **পরিশিষ্ট - "খ"** অনুযায়ী পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৭। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, নতুন স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় কর অবকাশ কিংবা ত্বরায়িত অবচয় ভাতার (accelerated depreciation allowance) সুবিধা আছে। কর অবকাশ সুবিধার কারণে কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ৫ বা ৭ বছরের মেয়াদকালে কোন কর দিতে হয় না। করমুক্ত আয় থেকে করযোগ্য আয়ের উত্তরনে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনা। সরকার এ অবস্থার উত্তরণকল্পে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধীরে ধীরে কর প্রদানে অভ্যস্ত করতে চায় এবং একই সাথে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখতে চায়। এমতাবস্থায় কর অবকাশ বা ত্বরায়িত অবচয় ভাতার বিকল্প হিসেবে ১লা জুলাই ২০০২ থেকে ৩০ শে জুন ২০০৫ এর মধ্যে নতুন স্থাপিত শিল্প কোম্পানীকে বানিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ থেকে ৫ বছরের জন্য হ্রাসকৃত ২০ শতাংশ হারে করারোপনের প্রস্তাব করছি। এ সুবিধার জন্য কোন আবেদন বা অনুমোদনের আনুষ্ঠানিকতা থাকবে না।

২৮। ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার স্ব-নির্ধারণ পদ্ধতি আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একটি দক্ষ ও সহজবোধ্য স্ব-নির্ধারণ ব্যবস্থা করদাতা এবং কর প্রশাসন উভয়ের জন্যই কাম্য। এ ব্যবস্থাটি যাতে করদাতাদের জন্য আরো উদার ও আকর্ষনীয় হয় এবং কর প্রশাসনের জন্য রাজস্বমূখী হয় সে লক্ষ্যে আমি এ পদ্ধতির কতিপয় পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রস্তাব করছি-

(ক) এ পদ্ধতির আওতায় বর্তমানে ব্যবসার প্রথম বছরে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধন এবং এ মূলধনের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ আয় দেখানোর সুবিধা আছে। করদাতাদের বিনিয়োগের সুযোগ আরও উদার করার লক্ষ্যে, প্রারম্ভিক মূলধনের এ সীমা সম্পূর্ণ প্রত্যাহারপূর্বক যে কোন অংকের প্রারম্ভিক মূলধনের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ আয় দেখানোর সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি;

(খ) এ পদ্ধতিকে নতুন করদাতাদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রথম বছরে অডিট কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে অডিট অব্যাহতির জন্য পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে

ন্যূনতম ১৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ২০ শতাংশ বেশী আয় দেখানোর বিধান করার প্রস্তাব করছি;

(গ) এ পদ্ধতির আওতায় সম্পদ ও দায় বিবরণী বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করছি এবং পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা কম আয়, লোকসান, রিফান্ড বা করমুক্ত সীমার নীচের আয় এর আওতা বহির্ভূত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৯। বর্তমানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে স্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির আওতায় সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকা কর পরিশোধ করতে হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্যা অনেক গুণ বেশী হলেও আয়কর রাজস্ব আহরণে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর অবদান খুবই নগন্য। এ পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণের জন্য এদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম করের পরিমান বাড়ানো যুক্তিযুক্ত হবে। তাই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর জন্য স্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির আওতায় ন্যূনতম করের পরিমান ২৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকায় বাড়ানোর প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে ৩০ শতাংশ এর বেশী বিদেশী শেয়ার মালিকানাধীন কোম্পানী এবং ‘branch company’ -র ক্ষেত্রে অডিট সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে রিটার্ণ গ্রহণের সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি।

৩০। আয়কর আইনে কর কর্মকর্তার স্বেচ্ছাক্ষমতা (discretionary power) করসখ্য পরিবেশ সৃষ্টির একটি বড় অন্তরায়। জবাবদিহিতামূলক কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করদাতাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতা সীমিত করা। জনগণের বিপুল রায়ে নির্বাচিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার তাদের প্রত্যাশা পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আমাদেরকে প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছিঃ

(ক) কর কর্মকর্তা কর নির্ধারণকালে তার 'best judgement' ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আপীল আদেশ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকর করতে ব্যর্থ হলে কিংবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করদাতার প্রাপ্য রিফান্ড প্রদানে ব্যর্থ হলে তা সংশ্লিষ্ট উপ কর

কমিশনারের শাস্তিযোগ্য অসদাচারণ গণ্য করার বিধান প্রনয়নের প্রস্তাব করছি;

(খ) কর প্রশাসনের স্বেচ্ছা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং করদাতাদেরকে হয়রানি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে, করদাতার ঘোষিত আয়ের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশী আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে কর কর্মকর্তা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন নেয়ার বিধান করার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে করদাতার দাবীকৃত খরচাদি কর কর্মকর্তা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কারন ও দালিলিক প্রমান ব্যতীত অগ্রাহ্য না করার বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছি;

(গ) আয়কর আইনে উপ কর কমিশনারই কর নির্ধারণ ক্ষমতার মালিক। বর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা তাকে তদারকি করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ অনুমোদন পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর কর নির্ধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এ ধরণের নিয়ন্ত্রণের ফলে একদিকে যেমন কর নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রীতা হচ্ছে এবং অন্যদিকে করদাতারা পরোক্ষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাই এ অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে, বিদ্যমান প্রশাসনিক অনুমোদন পদ্ধতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। তবে রিফান্ডজনিত মামলার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(ঘ) উপ কর কমিশনার করদাতাকে হিসাবের খাতাপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি দাখিল করার জন্য যে নোটিশ প্রদান করেন তাতে অনেক ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট দলিল কিংবা খাতাপত্রের উল্লেখ থাকে না। এর ফলে একদিকে যেমন করদাতারা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হন এবং কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় অন্যদিকে এতে করদাতা ও কর প্রশাসনের মধ্যে অনাস্থা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই এ অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপ কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত নোটিশে সুনির্দিষ্ট হিসাবপত্র ও প্রমানাদির (requisition) বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩১। বর্তমানে আপীল মামলাসহ কর মামলা মিমাংসার জন্য বিভিন্ন কর কর্তৃপক্ষকে আইনে যে সময় দেয়া আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী এবং এ কারণেই বিশেষ করে আপীল নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রীতা সৃষ্টি সহ রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে নিজস্ব কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে কর বিভাগ কর্তৃক আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করার সনাতনী অধিকার আইনে সংরক্ষিত থাকায় একদিকে যেমন কর বিভাগ অহেতুক আপীল দায়ের করছে এবং অন্যদিকে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মামলাভারাক্রান্ত হয়ে ক্রমশঃই এর দক্ষতা হারিয়ে ফেলছে। এ পরিস্থিতির অবসানকল্পে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি-

(ক) কর বিভাগ কর্তৃক আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করার বিদ্যমান বিধান বিলোপ করার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে ১ লা জুলাই, ২০০২ তারিখে কর বিভাগীয় অপেক্ষমান ট্রাইব্যুনাল মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি;

(খ) আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ২ বছর থেকে কমিয়ে ৬ মাস করার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের বেলায় করদাতা কর্তৃক ১০ শতাংশ আয়কর পরিশোধের শর্ত বিলোপ করার প্রস্তাব করছি;

(গ) রিটার্ণ দাখিলের অনধিক ৯ মাসের মধ্যে উপ কর কমিশনার কর্তৃক এ্যাসেসমেন্ট নিষ্পন্ন করার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে উপ কর কমিশনার কর্তৃক আপীল মামলা কার্যকর করার সময়সীমা ৬০ দিন থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করার প্রস্তাব করছি;

(ঘ) কর বিভাগীয় আপীল কর্তৃপক্ষের আপীল মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ১ বছর থেকে কমিয়ে ৯০ দিন করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে কর কমিশনারের রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ১ বছর থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করার প্রস্তাব করছি এবং তাঁর নিজ উদ্যোগে রিভিশন ক্ষমতা প্রত্যাহার করারও প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩২। কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বিচার সদস্য (judicial member) এবং হিসাব সদস্য (accountant member) নিয়ে গঠিত। ট্রাইব্যুনালে আয়কর মামলা নিষ্পত্তির জন্য আয়কর আইন ও হিসাব শাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা অপরিহার্য। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, আয়কর আইনের ক্রমাগত বিকাশমান জটিলতা এবং হিসাব পদ্ধতির বিচিত্র জটিল আঙ্গিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে এ ধরণের ট্রাইব্যুনালে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট, কর আইনজীবী ও আয়কর বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা অধিকতর কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তথ্যের বিশ্লেষনে ট্রাইব্যুনালই হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত। এ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাপূর্ণ কর্মকান্ডের উপর কর প্রশাসনের সামগ্রিক গতিশীলতা এবং রাজস্ব আহরণের সফলতা নির্ভরশীল। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ত্বড়িৎ এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থা না থাকলে শুধু রাজস্ব আহরণই বিঘ্নিত হয় না, এতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগও বিঘ্নিত হয়। তাই রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। ট্রাইব্যুনালকে আরও আধুনিক এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি-

(K) কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে বিচার সদস্য নিয়োগের বিধান বিলোপ করার প্রস্তাব করছি। তাঁরা ছাড়া বর্তমানে যাঁরা ট্রাইব্যুনালে সদস্য হওয়ার যোগ্য আছেন তাদের অতিরিক্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত কর কমিশনারও ট্রাইব্যুনালের সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন;

(খ) বর্তমানে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা ৫ হাজারেরও বেশী। ট্রাইব্যুনালের বিদ্যমান ৬টি বেঞ্চের মাধ্যমে এত বিপুলসংখ্যক কর মামলা সময়মত নিষ্পন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই করদাতাদের স্বার্থে এবং রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালে আরও ৪টি নতুন বেঞ্চ সৃষ্টির প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩৩। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ‘Taxes Settlement Commission’ এ আপীল দায়েরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল সহ কর বিভাগের আপীল ব্যবস্থায় যে সামগ্রিক পরিবর্তন ও সংস্কার আনা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে আপীল মিমাংসার জন্য ‘Taxes Settlement Commission’র মত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রাখার যৌক্তিকতা নেই বিধায় এ প্রতিষ্ঠান বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

৩৪। উৎসে কর কর্তন (tax withholding) পদ্ধতি আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। আয়করের সিংহভাগই এ পদ্ধতির মাধ্যমে আদায় হয়ে থাকে। ক্রমাগত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে এ পদ্ধতির অব্যাহত সংস্কার ও যৌক্তিকীকরণ আবশ্যক। এ লক্ষ্য আমি নিম্নোক্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি-

(ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বর্তমানে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহ করা হচ্ছে। কর সংগ্রহের এ হার অত্যধিক হওয়ার কারণে দলিলমূল্য কম দেখানোর প্রবনতা দেখা যাচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তরের পরও রেজিষ্ট্রেশন করা হচ্ছে না। এ কারণে সরকার এ খাত থেকে আশানুরূপ রাজস্ব পাচ্ছে না। এ অবস্থার নিরসন কল্পে, এ খাতে উৎসে কর সংগ্রহের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে ৫ বছরের মধ্যে অর্জিত সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর সংগ্রহ না করার প্রস্তাব করছি;

(খ) সম্প্রতি সঞ্চয় পত্রের সুদের হার হ্রাস করার প্রেক্ষিতে সঞ্চয় পত্রের সুদের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে উৎসে কর কর্তনের ২৫ হাজার টাকার অব্যাহতিও প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

(গ) ইন্ডেন্টিং কমিশনের যথাযথ ঘোষণা এবং তা দেশে আনয়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইন্ডেন্টিং কমিশনের বেলায় উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩.৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

(ঘ) অন্যান্য পেশাজীবীদের বেলায় প্রযোজ্য উৎসে কর কর্তনের হারের সাথে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে ডাক্তারদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

(ঙ) Royalty ও technical know-how fees -কে উৎসে কর কর্তনের আওতায় এনে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য হবে;

(চ) Clearing and Forwarding Agency, Private Security Service Ges Stevedoring Service এর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩৫। রাজস্ব সমাবেশের লক্ষ্যে কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। কতিপয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিদ্যমান বিধান কর ভিত্তি সম্প্রসারণের একটি কার্যকর পদ্ধতি। তবে এতে কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। তাই এ ব্যবস্থায় আমি নিম্নোক্ত যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি-

(ক) স্বল্প আয়ের করদাতাদের সুবিধার্থে, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিল করার বিধান প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

(খ) টি.আই.এন সার্টিফিকেট প্রদান ত্বরান্বিত করার জন্য করদাতার আবেদন দাখিলের পরবর্তী একটি কর্মদিবসের মধ্যে কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টি.আই.এন সার্টিফিকেট প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করছি;

(গ) ৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের বেলায় বাধ্যতামূলক টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩৬। সম্মানিত করদাতাগণ প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, তাদেরকে অনেক সময় প্রাপ্য রিফান্ড দেয়া হয় না, কিংবা রিফান্ড সৃষ্টির সময়ে পরিশোধিত করের ক্রেডিট না দিয়ে কাল্পনিক দাবী সৃষ্টি করা হয় এবং তাদেরকে অবহিত না করেই অস্তিত্বহীন বকেয়া দাবীর সাথে রিফান্ড সমন্বয় করা হয়। করদাতাদের এ সব অভিযোগ অধিকাংশই সত্য। এছাড়া বর্তমান আইনে করদাতা ২ বছরের মধ্যে রিফান্ড আবেদন না করলে তার প্রাপ্য রিফান্ড তামাদি হয়ে যায়। প্রাপ্য রিফান্ড তামাদি হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। এসব অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি-

(ক) করদাতার রিফান্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনের সময়সীমা বিলোপ করার প্রস্তাব করছি;

(খ) কোন কর বছরের দাবীর সাথে রিফান্ড সমন্বয়ের পূর্বে করদাতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান এবং ৩০ দিনের মধ্যে সমন্বয় পূর্বক রিফান্ড প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করছি;

৩৭। অর্থ আইন, ১৯৯০ এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বানিজ্যিক ব্যাংকের বেলায় মন্দ ও কু-ঋণের provision কে আয়কর আইনে বাদযোগ্য খরচ বিবেচনা করার যে বিধান করা হয় তার মেয়াদ ২০০১-২০০২ কর বছরে শেষ হয়ে গেছে। বানিজ্যিক ব্যাংকের এ সংক্রান্ত পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক আয়কর আইনে প্রদত্ত এ সুবিধা আরও কিছু সময় অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। এ প্রেক্ষিতে বানিজ্যিক ব্যাংকের মন্দ ও কু-ঋণ provision এর মেয়াদ ২০০৪-২০০৫ কর বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। তবে বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হার পূর্বের ন্যায় সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

38| অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত মটর গাড়ী, জীপ ইত্যাদি যানবাহনের ফিটনেস নবায়নকালে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের বিধান চালু করা হয়। এসব ব্যক্তিগত যানবাহন আদৌ কোন আয়ের উৎস নয়। এধরনের যানবাহনের বেলায় অগ্রিম কর আদায় আয়কর আইনের একটি বড় বিকৃতি এবং এর মূলনীতির পরিপন্থী। তাই আমি ব্যক্তিগত যানবাহনের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর আদায়ের বিধান প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩৯। নৌ-যানের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা ১৯৯৯ সালে প্রবর্তিত হয়। সাম্প্রতিককালে নৌ-পথে অনেক নৌ-যান চলাচল করলেও এ খাত থেকে রাজস্ব আদায় আশাব্যঞ্জক নয়। ২০০০ সালে সড়ক পথের যানবাহনের জন্য অনুমিত আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হলেও নৌ-যানের বেলায় অনুমিত আয়করের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়। সড়ক পথের যানবাহনের অনুমিত আয়করের সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে নৌ-যানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনুমিত আয়কর **পরিশিষ্ট - 'গ'** অনুযায়ী যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

40| বর্তমানে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের লভ্যাংশের উপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান আছে। তবে এক্ষেত্রে একদিকে উৎসে কর কর্তনের জন্য ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, আবার অন্যদিকে ২০০১ সালের জুলাই মাসে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশকে সম্পূর্ণ করমুক্ত করা হয়েছে। জনাব স্পীকার, এখানে আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, লভ্যাংশের ক্ষেত্রে একদিকে ৪০ হাজার টাকা withholding অব্যাহতি এবং অন্যদিকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ন কর অব্যাহতির যুগপৎ বিধান করে দৃশ্যমান কর নৈরাজ্যের (tax anarchy) সৃষ্টি করা হয়েছে। লভ্যাংশের ক্ষেত্রে এত উচ্চ অংকের অব্যাহতি রাখার স্বপক্ষেও কোন জোরালো যুক্তি নেই। বর্ণিত অবস্থায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের লভ্যাংশ আয়ের করমুক্ত সীমা ও কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা একই অংকে ২৫ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। তবে লভ্যাংশ আয় ২৫ হাজার টাকার বেশী হলে সম্পূর্ণ লভ্যাংশ আয় করযোগ্য হবে এবং এর উপরই ১০ শতাংশ হারে কর কর্তন করা হবে।

৪১। বর্তমানে লিজিং কোম্পানীর বিদেশী শেয়ার হোল্ডারের লভ্যাংশ এবং বিদেশী ঋণদাতার সুদ দীর্ঘদিন যাবৎ করমুক্ত আছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ২০টি দেশের দ্বিপাক্ষিক কর চুক্তি বলবৎ আছে। এসব কর চুক্তি অনুযায়ী অধিকাংশ চুক্তিস্বাক্ষরকারী দেশ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এবং সুদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে কর আরোপ করতে পারে। কর চুক্তিতে এই ধরনের বিধান থাকা স্বত্ত্বেও নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আইন (domestic law) এর মাধ্যমে এক্ষেত্রে কর অব্যাহতি বজায় রাখা সম্পূর্ন অযৌক্তিক। তাই আমি এ অব্যাহতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪২। সাম্প্রতিককালে দেশে বেসরকারী উদ্যোগে যে সকল ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে তার সবই বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তারা উচ্চ অংকের বেতন ও পরিবহন চার্জসহ বিভিন্ন প্রকার চার্জ আদায় করে থাকে এবং তাদেরকে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বাধ্যতামূলকভাবে উচ্চমূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও খাতাপত্র কিনতে হয়। আমাদের দেশের স্বল্প বিত্তের পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, বর্তমান দৃশ্যপটে এ ধরণের বৈষম্যমূলক শিক্ষা শ্রেনীবৈষম্য সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক নয়। বর্তমান আইনগত দূর্বলতার কারণে বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে করদায় এড়িয়ে যাচ্ছে। তাই আমি এসব প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নের প্রস্তাব করছি। তবে তথ্য প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডেন্টাল কলেজ সহ তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের আয় করমুক্ত থাকবে।

43| আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করে থাকেন। তাঁরা বিলাসবহুল বাড়ীতে বসবাস করেন। দামী গাড়ীতে চড়েন এবং বিনোদনের জন্য স্বপরিবারে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণ করেন। অথচ দেখা যায় যে, এদের অনেকেই তাদের উন্নত জীবনযাত্রার সাথে সংগতিপূর্ণ আয় দেখান না। প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত তথ্যের অভাবে কর কর্মকর্তাদের পক্ষে তাদের বাস্তবভিত্তিক আয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই আমি ব্যক্তি করদাতাদের আয়কর রিটার্ণের সাথে তাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত তথ্যাবলী দাখিলের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

44| আয়কর বিভাগে দীর্ঘদিনের পুরানো বিপুল অংকের অনাদায়ী বকেয়া দাবী রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে সাবেক সরকারের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় মহান জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৮৮ সালের পূর্বের সকল অনাদায়ী করদাবী অবলোপন করা হবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত আইন প্রনয়ন না করায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এখনও অনাদায়ী বকেয়া দাবী অবলোপন করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য আয়কর আইনে উপযুক্ত বিধান আনা আবশ্যক। পুরানো অনাদায়ী বকেয়া দাবীর সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫-৮৬ কর বছর ও তার পূর্বের অনাদায়ী বকেয়া করদাবী অবলোপনের প্রয়োজনীয়

আইন প্রনয়নের প্রস্তাব করছি। তবে সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

জনাব স্পীকার,

৪৫। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশসহ বানিজ্যের বিশ্বায়ন প্রসূত পরিবর্তনের আলোকে বিদ্যমান কর ব্যবস্থাকে সংস্কার করে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। আয়কর প্রশাসনকে আধুনিক, দক্ষ ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় Reforms in Revenue Administration (RIRA) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। অতি শীঘ্রই এ প্রকল্পের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের সমন্বয় এবং অভিন্ন TIN Pvj, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিদর্শণ ব্যবস্থা সুসংহত করে leakage রোধ, কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক সমন্বিত tax education কার্যক্রম গ্রহণ। আমি আশা করছি যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ ও কার্যকর কর প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

46| আমি এতক্ষণ আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল পরিবর্তন ও সংস্কার কর্মসূচী পেশ করেছি তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক স্বেচ্ছাক্ষমতা হ্রাস- যার ফলে আগামীতে কর ব্যবস্থাপনায় একটি সার্বিক রাজস্ব উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তবে সার্বিক কর ব্যবস্থাপনায় যাতে ‘check and balance’ বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনে কর আদায় ব্যবস্থা অত্যন্ত দূর্বল এবং একজন অবাধ্য (recalcitrant) খেলাপী করদাতার কর আদায়ের ব্যাপারে এ আইন প্রায় অকার্যকর। বর্তমানে Special Magistrate এর মাধ্যমে কর আদায়ের আইনগত ব্যবস্থা থাকলেও, Special Magistrate পদস্থকরন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক জটিলতার কারনে এ ব্যবস্থা এ পর্যন্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর আদায়ের জন্য ÒFiscal Police’ ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের প্রেক্ষাপটেও এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনের চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে tax recovery সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে আমি Special Magistrate কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামোতে পদস্থ

করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাব করছি। তবে এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে আগামীতে ‘Fiscal Police’ চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ভ্রমণ কর ঃ

৪৭। আয়কর বিভাগ ভ্রমণ কর আদায়ের দায়িত্বও পালন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশীদের বিদেশ ভ্রমণের সময় নির্ধারিত হারে ভ্রমণ কর পরিশোধ করতে হয়। ভ্রমণ করের বিদ্যমান হার ১৯৯৪ থেকে অপরিবর্তিত আছে। তাছাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ভ্রমণ করের হার কম। তাই, আমি ভ্রমণ করের হার **পরিশিষ্ট - ’ঘ’** অনুযায়ী পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি।

পরোক্ষ কর

আমদানি শুল্ক

জনাব স্পীকার,

৪৮। বর্তমানে আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ, অগ্রীম আয়কর এবং লাইসেন্স ফী বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালাকে অনুসরণ না করে, যথেচ্ছভাবে শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল এবং নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য নির্বিশেষে ৩১টি বিভিন্নহারে ২.৫% থেকে ২৭০% পর্যন্ত সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। এর ফলে আমদানিকৃত পণ্যের কর আপাতন ছিল অনেক বেশি। ১৯৯৬-২০০১ অর্থ বছরগুলোতে এ ধরনের শুল্ক ও কর আরোপের ফলে বড় ধরনের Distortion সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে প্রকৃত শুল্ক কর সম্পর্কে আমদানিকারক, বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিভ্রান্তিতে ভোগে অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক হার আপাতঃ দৃষ্টিতে যা পরিলক্ষিত হয়, বাস্তবে প্রযোজ্য রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। শুল্ক ও কর কাঠামোয় এই দূর্বোধ্যতা সৃষ্টির কারণে ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়েছে এবং চোরাচালান ও হুন্ডির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যমান এই প্রেক্ষাপটে আমি এখন ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে আমদানি শুল্ক সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো এই মহান সংসদে পেশ করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৯। শুল্ক ও কর কাঠামোতে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্যারিফ লাইনে অন্তর্ভূক্ত ১৭০ টির মতো পণ্য শ্রেণীর উপর থেকে ক্রমান্বয়ে সম্পূরক শুল্ক তুলে দেয়ার প্রয়াসে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১২০ টি পণ্য শ্রেনীর সম্পূরক শুল্ক তুলে নেয়ার প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে শিল্পের কাঁচামালও রয়েছে, যার বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'চ'**-তে দেখানো হয়েছে। এবারের বাজেটে এই বিরাট সংখ্যক পণ্য সামগ্রীর উপর সম্পূরক শুল্ক তুলে নেবার প্রস্তাবগুলো উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে।

50| পুনরায় ২.৫% থেকে ২৭০% পর্যন্ত ৩১টি সম্পূরক শুল্ক হারকে কমিয়ে ১০%, ২০%, ৩০%, ৫০% এবং ৬০% এই ৫টি হারে রাখার প্রস্তাব করছি। বিদ্যমান এতগুলো হারকে মাত্র ৫টি হারে নামিয়ে আনা ও সর্বোচ্চহার এত নীচু স্তরে নির্ধারণ এবং রাজস্ব ক্ষতির বিষয় মনে রেখে বাস্তবে রূপ দেয়া ছিল এক কষ্টসাধ্য প্রয়াস। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, স্বাস্থ্যগত কারনে ক্ষতিকর বিবেচিত সিগারেট ও মদ এবং পরিবেশহানিকর বিবেচিত টু ষ্ট্রোক থ্রিহুইলারের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার অপরিবর্তিত থাকবে।

জনাব স্পীকার,

51| বর্তমানে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ধরনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ২.৫% হারে লাইসেন্স ফী, ৩% হারে অগ্রীম আয়কর এবং ২.৫% হারে অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুল্ক বর্হিভূত কর ভার দাঁড়ায় ৮%। শুল্ক বহির্ভূত কর ভার হ্রাস কল্পে আমদানি ক্ষেত্রে ২.৫% হারে লাইসেন্স ফী সম্পূর্ণ তুলে দেয়ার প্রস্তাব করছি। দেশে অবকাঠামো বিনির্মান ও তার রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ ১% বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। তথাপি এক্ষেত্রে বিদ্যমান কর আপাতন ৮% এর পরিবর্তে হ্রাস পেয়ে ৬.৫% এ দাড়াবে, অর্থাৎ আমদানি শুল্ক বর্হিভূত কর আপাতন (tax incidence) 1.5% হারেহ্রাস পাবে।

৫২। ১৯৯৯ সাল থেকে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ৩৭.৫% হিসেবে বজায় রাখা হয়েছে পরবর্তী ৩ বছরে এই শুল্ক হার আর হ্রাস করা হয়নি। এদিকে সার্ক ভূক্ত দেশ সহ অন্যান্য দেশে সর্বোচ্চ শুল্ক হার অনেকাংশেহ্রাস করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ

এবং আঞ্চলিক দেশ সমূহের কর কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ Slab ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে এক্ষেত্রে বিদ্যমান সর্বোচ্চ হার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩২.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশে তিন স্তর বিশিষ্ট শুল্ক হার (১০%, ২০%, ৩০%) কার্যকর করা হলেও সর্বনিম্ন শুল্ক হার ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে আমি এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শুল্ক হার ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমি এ বাজেটে একদিকে সর্বোচ্চ শুল্ক হার হ্রাস এবং একইসাথে ১২০টি পণ্য শ্রেনীর বিপুল সংখ্যক পণ্য সামগ্রীর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, এবং সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান লাইসেন্স ফি প্রত্যাহারের প্রস্তাব রেখেছি। ফলে অধিকাংশ পণ্য সামগ্রীর আমদানি ক্ষেত্রে মোট করভার অনেক হ্রাস পাবে।

জনাব স্পীকার,

৫৩। শুল্ক ও কর হ্রাসের ধারাবাহিকতায় আমি মৌলিক কাঁচামালের শুল্ক হার ৭.৫ শতাংশ, দেশে উৎপাদন নেই এমন মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্ক হার ১৫ শতাংশ, semi-finished goods এবং দেশে উৎপাদন হয় এমন মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্ক হার ২২.৫ শতাংশ এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্যের ক্ষেত্রে ৩২.৫ শতাংশ শুল্ক হার নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর কর কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী বাজেটে আমদানি শুল্কের ৪টি ধাপ থেকে ১০%, ২০%, ৩০% এই তিনটি ধাপে নির্ধারণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। বর্তমান বাজেটে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক হার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। একই সাথে বেশ কিছু মধ্যবর্তী ও প্রয়োজনীয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হারও হ্রাসের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে দেশীয় শিল্পের ন্যায্য প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক হার সামান্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। নিম্নে এসব প্রস্তাবসমূহ বিষদভাবে উল্লেখ করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৪। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষকদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পখাত (agro-based industry) এর উন্নতি সাধনে বর্তমান সরকার একান্তভাবে সচেষ্ট। দেশে উৎপাদিত ফলমূল এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে এবং দেশে ফলমুল এর উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে আম, কমলা, আঙ্গুর, আপেল, খেজুর এবং অন্যান্য সাইট্রাস ফল এর উপর আমদানি পর্যায়ে ৩০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক

আরোপের প্রস্তাব করছি। একইভাবে দেশীয় কৃষিভিত্তিক শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কমলা, আপেল ও অন্যান্য ফলের রস এর উপর ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ছ'** তে দেখানো হয়েছে। একই নীতির ধারাবাহিকতায় জুস তৈরীর কাঁচামাল ম্যাংগো পাল্প এর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৩৭.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশে নির্ধারণ, জেনথেন গাম এর উপর বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং নুডলস তৈরীর কাঁচামাল স্পাইস প্রিমিক্স এর আমদানি শুল্ক ৩৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে গমসহ অন্যান্য সিরিয়ালের পেলেট দেশে তৈরী হওয়ায় এর আমদানি নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সিরিয়াল পেলেট এর আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। চিনি আমদানীর ক্ষেত্রে নিম্ন শুল্ক হার ধার্য থাকার কারনে দেশীয় চিনিকল গুলো উৎপাদিত চিনি বাজারজাতকরণে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই চিনি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২.৫ শতাংশে নির্ধারণ এবং ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৫। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, দেশে বর্তমানে বিপুল পরিমানে মৎস্য উৎপাদন খামার গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে মাছ আমদানির কারনে দেশীয় মৎস্য উৎপাদন খামারের বিকাশলাভ ব্যাহত হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা করে বেকার যুবকগণ যাতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে সেই লক্ষ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, পাংগাস ও কার্প জাতীয় মাছ আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ১২.৫ শতাংশ তুলে দিয়ে ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ছ'**তে দেখানো হয়েছে। পুনরায়, মৎস্য খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ এ্যারেটর (Aerator) এর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ এবং মৎস্য ও পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ফুল ফ্যাটেড সয়াবিন এর বিদ্যমান শুল্ক ১৫ শতাংশ সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৬। বিগত বিএনপি সরকারের সময়ে গবাদি পশু সম্পদ উন্নয়ন এবং দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসাহব্যাঞ্জক কার্যক্রম গ্রহন করা

হয়েছিল। ফলে দেশ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। কিন্তু বিগত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ও ন্যায় সঙ্গত সহায়তা প্রদানে অনীহার কারনে দেশীয় দুগ্ধ উৎপাদন খাত ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং দেশ পুনরায় আমদানিকৃত গুড়া দুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকার সম্ভাবনাময় এ খাতটিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদানসহ প্রয়োজনবোধে ভর্তুকী ও অন্যান্য উৎসাহমূলক ব্যবস্থা গ্রহনে সচেষ্ট, যাতে বেকার যুবক সম্প্রদায় ও গরীব জনসাধারন গবাদি পশু পালনে উৎসাহী হয় এবং দেশ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ননীযুক্ত মিল্ক পাউডার বাল্ক প্যাকিং-এ আমদানির উপর বর্তমানে বিদ্যমান শুল্ক কর (শুল্ক হার ২৫ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ এবং রেগুলেটরী ডিউটি ১০ শতাংশ) সমন্বয়পূর্বক শুল্ক হার ৩২.৫ শতাংশে এবং সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একইভাবে ননীযুক্ত মিল্ক পাউডার খুচরা প্যাকিং-এ আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ এবং রেগুলেটরী ডিউটি ১০ শতাংশকে একীভূত করে সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে দেশীয় ডেইরী শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য মাখন, পনির, ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যের আমদানির উপর ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি ২.৫ শতাংশ প্রত্যাহারের ফলে কর ভার খুব একটা বৃদ্ধি পাবে না।

জনাব স্পীকার,

57| দেশে উন্নতমানের গ্যালভানাইজ্‌ড আয়রন পাইপ তৈরী হচ্ছে। অথচ বিদেশ হতে আমদানিকৃত জি,আই, পাইপ কম পুরুত্বের এবং নিম্নমান সম্পন্ন বলে লক্ষ্য করা গেছে। ফলে এগুলো ক্রয় করে দেশীয় ক্রেতাসাধারণ প্রতারিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসণকল্পে জি,আই পাইপ এর আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ৭.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। দেশীয় জাহাজ নির্মান শিল্পের প্রয়োজনীয় নোঙ্গর, মেরিন ইঞ্জিন এবং কয়েল ব্যতীত অন্যান্য হট রোল প্রোডাক্টস্, স্প্রে মেশিন উৎপাদনের কাঁচামাল ব্রাস কাষ্টিং এন্ড ফরজিং, চশমা শিল্পের উপকরণ প্লাষ্টিক লেন্স, চশমা শিল্পের ফ্রেম তৈরীর কাঁচামাল কিউপ্রোনিকেল বা নিকেল সিলভার ওয়্যার, এলপিজি গ্যাস উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণ ৫০০০ লিটার এর নিম্ন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস সিলিন্ডার এবং Pre-fabricated Buildings এর

উপর ক্ষেত্রভেদে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার অথবা আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস এর প্রস্তাব করছি, যা **পরিশিষ্ট "ছ"** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৮। প্রায় একই ধরনের পণ্য হওয়া সত্ত্বেও শুল্ক হারের তারতম্য থাকার কারনে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি প্রদানের সুযোগ রয়েছে এমন পণ্যগুলোকে সনাক্ত করে তাদের শুল্ক কাঠামো যৌক্তিকিকরনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে আয়রন বা ষ্টীলের তৈরী বার এবং রড, ৬০০ এম এম এর অধিক পুরুত্বসম্পন্ন পণ্য (ইলেকট্রোলাইটিক্যালী প্লেটেড অর কোটেড উইথ জিংক, প্লেটেড অর কোটেড উইথ এ্যালুমিনিয়াম জিংক এ্যালয় জাতীয় ফ্ল্যাট রোল্ড প্রোডাক্টস) ও ৬০০ এম এম এর নিম্ন পুরুত্ব সম্পন্ন একই প্রকার পণ্য, রিফাইন্ড প্যারাফিন ওয়্যাক্স, ডলোমাইট নট ক্যালসাইন্ড, প্রিসিপিটেটেড ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ইলেক্ট্রিক মিটার এর পার্টস এন্ড এ্যাকসেসরিজ, ভ্যাট ডাইজ এবং রিএ্যাকটিভ ডাইজ, সিউয়িং থ্রেড অব সিনথেটিক ফিলামেন্ট ও ৮৫% বা তদুর্ধ সিনথেটিক ষ্ট্যাপল ফাইবারের তৈরী সিংগেল ইয়ার্ণ, ফ্যান পার্টস এবং বেসিক ক্রোমিয়াম সালফেট এর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক অথবা সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস এর প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ছ'** তে দেখানো হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

59| সরকার বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী। সে লক্ষ্যে বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রাংশ হিসেবে অপরিহার্য টেক্সটাইল স্পেয়ারস্, যেমন রাবার কট, রাবার এ্যাপ্রন, স্লাইভার ক্যান ও স্পিনিং ক্যান এবং বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন এ্যাসেটিক এসিড, কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ট্যাপিওকা সাগু এবং ব্লিচিং পাউডার এর আমদানি শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস অথবা সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। একই ভাবে দেশীয় সাবান শিল্প, জুতা প্রস্তুতকারী এবং লাগেজ/ফ্যাশন ব্যাগ প্রস্তুতকারী শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের জন্য যথাক্রমে ট্যালো, আরবিডি পাম ষ্টিয়ারিন, পিএফএডি ও সোপ নুডলস, ফুটওয়্যার এক্সেসরিজ এবং লাগেজ/ফ্যাশন ব্যাগ এক্সেসরিজ এর উপর ক্ষেত্রভেদে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার এবং আমদানি শুল্ক হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ছ'** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৬০। বর্তমানে দেশের কাগজ উৎপাদনকারী শিল্পের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। বিকাশমান এই শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের জন্য কাগজ শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল রোজিন সাইজ এবং ডিফোমিং এজেন্ট এর বিদ্যমান শুল্ক হার ১৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। দেশীয় কাগজ শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে অনুর্ধ ১৫০ জিএসএম পর্যন্ত ফিনিশ্‌ড রাইটিং ও প্রিন্টিং কাগজ এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। পুনরায়, নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানির বেলায় নিউজপ্রিন্ট এর কাঁচামাল ডি-ইংকিং কেমিক্যাল এর ক্ষেত্রে শুল্ক মুক্ত ভাবে এবং ওয়েষ্ট পেপার এর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর মুক্ত ভাবে আমদানির সুবিধা বলবৎ রয়েছে। আমি উক্ত সুবিধা আরো এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি, যাতে দেশীয় কাগজ শিল্প ও সংবাদ পত্র শিল্প উপকৃত হবে।

জনাব স্পীকার,

৬১। দেশে ইতোপূর্বে সরিষা, তিল, রেপসিড জাতীয় ভোজ্য তেলের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমান্বয়ে দেশজ এ সকল ভোজ্য তেলের ব্যবহার বিলুপ্ত হতে বসেছে। প্রকৃতপক্ষে সামান্য সহায়তা পেলে এসব তেলের ব্যবহার পুনরায় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে আমরা অনেকাংশে আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছি। এহেন পরিস্থিতিতে দেশজ ভোজ্য তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। সে লক্ষ্যে আমদানি পর্যায়ে ক্রুড ভোজ্য তেলের উপর অর্থাৎ ক্রুড সয়াবিন অয়েল এবং ক্রুড পাম ওলিন/অয়েল এর উপর বিদ্যমান শুল্ক হার ১৫ শতাংশ হতে উন্নীত করে ২২.৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। একই সাথে ২.৫ শতাংশ লাইসেন্স ফী তুলে নেয়ার প্রস্তাব করায় মোট কর আপাতন খুব একটা বৃদ্ধি পাবে না।

জনাব স্পীকার,

৬২। দেশীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসারকে উৎসাহিত করার জন্য ফিনিশ্‌ড পণ্য এ্যাকুমুলেটর ব্যাটারী, ড্রাইসেল ব্যাটারী, অটো বাল্ব এবং কাঁচামাল বা উপকরণ এনার্জী সেভিং ল্যাম্প এর যন্ত্রাংশ, পিভিসি রিজিড ফিল্ম, পিভিসি রেজিন

এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক বা সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। দেশীয় বিস্কুট, চকলেট ও সফট ড্রিংকস্ উৎপাদন শিল্পের প্রসার ঘটায় দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ের মাধ্যমে উহার আমদানি নিরুৎসাহিত করনের লক্ষ্যে বিস্কুট, চুইংগাম, চকলেট, ক্যান্ডি ও সফট ড্রিংকস্ এর আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। বিলাস দ্রব্য এবং অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রসাধনী সামগ্রী, টয়লেট্রিজ সামগ্রী (যেমন- পারফিউম, ডেন্টিফ্রিস ও অন্যান্য ডেন্টাল হাইজিন সামগ্রী, শেভিং ক্রিম ও ডিওডোর‍্যান্ট), সাবান সামগ্রী, ওয়্যারড এবং নন-ওয়্যারড গ্লাস, টেবিল/কিচেন গ্লাস ওয়্যার এর উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ছ'** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

৬৩। বর্তমানে টেলিভিশন একটি অতিপ্রয়োজনীয় গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় রঙিন এবং সাদাকালো টেলিভিশন CKD অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে এবং ঈইট অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক ৩৭.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশে নির্ধারনের এবং রঙিন টেলিভিশন ও উহার যন্ত্রাংশ আমদানির উপর প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। দেশীয় সাদা কালো টেলিভিশন প্রস্তুতকারক শিল্প বর্তমানে চোরাচালানের মাধ্যমে আনীত সাদাকালো টেলিভিশনের সঙ্গে অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয়েছে। টেলিভিশনের মূল কমপোনেন্ট Loaded Printed Circuit Board (PCB) সহজে বহনক্ষম হওয়ায় উহা চোরাচালানের মাধ্যমে আমদানি হচ্ছে এবং পিকচার টিউব, বডি কেবিনেট ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংযোজন করে তৈরী সাদাকালো টেলিভিশন বেআইনীভাবে বাজারজাত করে স্থানীয় পর্য্যায়ে মূসকও ফাঁকি দেয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, বৈধ পথে টেলিভিশনের CKD যন্ত্রাংশ আমদানিপূর্বক দেশে সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সে কারণে সাদাকালো পিকচার টিউব এর ক্ষেত্রে শুল্ক হার ১৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২২.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একই সাথে টেলিফোন জনসাধারনের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে টেলিফোন সেট এর উপর বিদ্যমান ২৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে আমদানী শুল্ক ২২.৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। এর ফলে টেলিফোন সেট আমদানীর উপর করভার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

জনাব স্পীকার,

৬৪। কম্পিউটার এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছর কম্পিউটারের শুল্ক হার শুন্য রাখা হয়েছিল। ফলে কম্পিউটার ব্যাপক ভিত্তিতে আমদানি হয়েছে। ইতোমধ্যে এইমর্মে অভিযোগ এসেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে কম্পিউটার সামগ্রী আমদানির পর তা আবার দেশের বাইরে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শুন্য শুল্ক হারের সুযোগ গ্রহন করে ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের এবং অন্যান্য অনেক ইলেকট্রনিক্স পণ্যের যন্ত্রাংশকে কম্পিউটার এর যন্ত্রাংশ ঘোষনার মাধ্যমে আমদানির প্রবণতা বেড়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক মুক্ত সুবিধা অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত থাকলে এ ধরনের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি আমার বক্তব্যে আগেই উল্লেখ করেছি, বিশ্বায়নের ফলে সর্বোচ্চ শুল্ক হার কমিয়ে আনার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার ফলে অনেক পণ্যের উপরই শুন্য শুল্ক হার অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহত রাখা যাবে না। সে কারণে সকল প্রকার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, কম্পিউটার এর যন্ত্রাংশ, মোডেম, ইংক্জেট রিফিল, টোনার কার্টিজ, রিবন ও ব্ল্যাংক সিডি ফর কম্পিউটার এর উপর ৭.৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। তবে একই সাথে কম্পিউটার সামগ্রী আমদানির উপর থেকে বিদ্যমান ৩ শতাংশ অগ্রিম আয়কর তুলে নেয়ার প্রস্তাব করছি। এর ফলে কম্পিউটার সামগ্রীর উপর কর আপাতন বাড়বে মাত্র ৪.৫ শতাংশ যা খুবই নমনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। উল্লেখ্য ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ সালেও কম্পিউটার আমদানির উপর ৭.৫ শতাংশ শুল্ক, ১৫ শতাংশ মূসক এবং ২.৫ শতাংশ আইডিএসসি ধার্য্য ছিল।

৬৫। দেশে যাতে অধিক হারে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বলিত হাসপাতাল এবং ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার গড়ে ওঠতে পারে এবং জনগন সুলভে আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে, সে লক্ষ্যে ডায়াগনোষ্টিক রিএজেন্ট এবং সিরিঞ্জ, নিডল, ক্যাথেটার ইত্যাদির উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ হতে কমিয়ে সর্বনিম্ন ৭.৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৬৬। বর্তমানে দেশে ক্লিংকার ভিত্তিক সিমেন্ট তৈরীর কারখানা ব্যাপক ভাবে গড়ে উঠেছে। সিমেন্ট শিল্পের মূল উপাদান চুনাপাথর সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র ছাতক

সিমেন্ট কারখানা ছাড়া ক্লিংকার দেশে তৈরী করে সিমেন্ট উৎপাদনের শিল্প গড়ে তোলা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার খুব কম। দেশে লভ্য চূনাপাথর ব্যবহার করে যাতে ক্লিংকার ও সিমেন্ট দেশেই উৎপাদন করা যায় সে লক্ষ্যে শুধুমাত্র সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত ক্লিংকারের উপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে ২২.৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। তবে বর্তমানে ক্লিংকারের উপর বিদ্যমান ২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ২.৫ শতাংশ লাইসেন্স ফি এই সাথে প্রত্যাহার করারও প্রস্তাব করছি। ফলে প্রকৃত পক্ষে ক্লিংকার আমদানির উপর শুল্ক খুবই নগন্য পরিমানে বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে ফিনিশড সিমেন্টের উপর বর্তমানে সর্বোচ্চ শুল্ক হার বিদ্যমান থাকায় ব্যাগজাত অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ এবং বাল্ক অবস্থায় আমদানীর ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। ফলে দেশীয় সিমেন্ট উৎপাদন শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

জনাব স্পীকার,

৬৭। পরিবেশ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী চালিত মোটর গাড়ীর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৩৭.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারন এবং সিএনজি চালিত ফোর ষ্ট্রোক থ্রি হুইলার এর সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ১০ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। পরিবেশ সহায়ক বিবেচিত হওয়ায় সিএনজি চালিত দ্বিতল বাস শুল্ক মুক্তভাবে এবং একতলা বাস সর্বনিম্ন ৭.৫০ শতাংশ শুল্ক হারে আমদানির সুবিধা বহাল রাখা হবে। পুনরায়, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত টু ষ্ট্রোক মোটর সাইকেলের উপর ৩০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

৬৮। গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে বিগত সরকার অস্বাভাবিক উচ্চ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করেছিল। যেমন একটি ১৩০০ সিসি গাড়ীর মোট কর আপাতন (Total Tax Incidence) প্রায় ১০৬ শতাংশ, ১৬৫০ সিসি গাড়ীর ক্ষেত্রে প্রায় ১৬৯ শতাংশ এবং ২৭০০ সিসি গাড়ীর ক্ষেত্রে প্রায় ২৫৬ শতাংশ। যদি গাড়ী নির্মানের কোন শিল্প কারখানা এদেশে বিদ্যমান থাকতো তাহলে প্রতিরক্ষণের জন্য এত উচ্চ সম্পূরক শুল্ক আরোপের যুক্তি দাঁড় করানো যেতো। প্রকৃতপক্ষে পার্শ্ববর্তী কোন একটি বিশেষ দেশ থেকে ব্যাপকহারে গাড়ী আমদানির জন্যেই এটা করা হয়েছিল এবং গত কয়েক বছরে উক্ত দেশ হতে গাড়ী আমদানি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। শুধু তাই নয় গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে এ ধরনের কর কাঠামো সৃষ্টির ফলে গুটি কয়েক ধনী ব্যক্তি ছাড়া

আপামর ক্রেতা সাধারনের পক্ষে নূতন গাড়ী ক্রয় করা দুঃসাধ্য ছিল। ফলে দেশে নূতন গাড়ীর তুলনায় পুরাতন গাড়ীর আমদানি বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এই অঞ্চলে বিদেশী পুরাতন ও পরিত্যক্ত গাড়ীর বাজারে পরিনত হয়েছে, মারাত্নক ভাবে দুষিত হয়েছে আমাদের পরিবেশ। ৫ বৎসরের পুরাতন গাড়ী আমদানিযোগ্য থাকলেও চেসিস ও ইঞ্জিন নাম্বারপ্লেট পরিবর্তন করে কারচুপির মাধ্যমে তার চেয়েও অধিক পুরাতন স্ক্রাপ জাতীয় গাড়ী আমদানি করা হয়, যা সনাক্ত করা শুল্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষেও অসম্ভব। শুধু তাই নয়, এ সকল পুরাতন গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত খরচ অনেক বেশী, সচল রাখতে প্রচুর যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয় এবং দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রারও অপচয় ঘটে। পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে, এমনকি শ্রীলংকাতেও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুরাতন গাড়ী আমদানি ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেকারনে বর্তমান বাজেট ঘোষনার তারিখ থেকে পুরাতন গাড়ী আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করছি। আমাদের এ সিদ্ধান্তের সাথে বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় একমত পোষণ করেছে। একই সাথে আমদানিকৃত পুরাতন গাড়ী শুল্কায়নের ক্ষেত্রে অবচয় সুবিধা (Depreciation) সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

69| জনগণ যাতে সুলভে নূতন গাড়ী ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে আমি নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব পেশ করছি। ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত গাড়ি আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, ১৬৫০ সিসি হতে ২৬৯৯ সিসি পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশ এবং ২৭০০ সিসি বা তদুর্ধ্ব গাড়ীর ক্ষেত্রে মাত্র ৬০ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর ফলে মোট করভার (Tax incidence) নিম্নরূপ দাঁড়াবে ঃ

গাড়ীর বিবরণ	বিদ্যমান করভার	প্রস্তাবিত করভার
১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত	১২৫%	৫৯% (বিদ্যমান করভারের অর্ধেকেরও কম)
১৬৫০ হতে ২৬৯৯ সিসি পর্যন্ত	২৩২%	৮৯% (বিদ্যমান করভারের অর্ধেকেরও কম)
২৭০০ সিসি থেকে তদুর্ধ্ব	২৫৬%	১৫০%

আশা করা যায় এই পদক্ষেপের ফলে পুরাতন গাড়ীর কাছাকাছি মূল্যে নূতন গাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হবে। এর ফলে পরিবেশের সুরক্ষা হবে, জ্বালানী তেলের সাশ্রয় হবে ও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হ্রাস পাবে এবং বাংলাদেশের ক্রেতাসাধারন নূতন গাড়ী ব্যবহারের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবেন।

জনাব স্পীকার,

৭০। অন্যান্য সকল প্রকার যানবাহনের শুল্ক ও কর কাঠামোকে যৌক্তিকিকরণের উদ্দেশ্যে দ্বিতল বাস (সিএনজি চালিত নয়), ৪০ বা তদুর্দ্ধ আসন বিশিষ্ট একতলা বাস (সিএনজি চালিত নয়), অনুর্ধ ৪০ আসন বিশিষ্ট যানবাহন (যেমন মিনিবাস) ও অনুর্ধ ১৫ আসন বিশিষ্ট যানবাহন (যেমন হিউম্যান হলার), সম্পূর্ণায়িত বা Completely Built Up (CBU) ট্রাক, পিকআপ এবং ডেলিভারী ভ্যান, সিকেডি ট্রাক, সিকেডি পিকআপ এবং এ সকল যানবাহনের চেসিস ফিটেড উইথ ইঞ্জিন এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি, যার তথ্য **পরিশিষ্ট 'ছ'** তে প্রদর্শন করা হয়েছে। অন্যদিকে কৃষি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ট্রাকটর এর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি, আশা করা যায় এর ফলে দেশীয় কৃষক সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

জনাব স্পীকার,

৭১। মোটর গাড়ী ও বাস ট্রাক এর টায়ারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার পুর্বক আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২.৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে মোটর সাইকেল এবং বাই সাইকেল টায়ারের উপর বিদ্যমান যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। দেশীয় বাইসাইকেল টায়ার শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাইসাইকেল টায়ারের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এই শিল্পকে অধিকতর প্রতিরক্ষন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে টায়ার টিউব এর কাঁচামাল বাইসাইকেল টিউব ভাল্ব এবং প্লেটেড অর কোটেড ননএ্যালয় ষ্টীল ওয়্যার এর বিদ্যমান শুল্ক হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৭২। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বিবেচিত ক্রুড কোকোনাট অয়েল, পটেটো ষ্টার্চ, ম্যানিওক ষ্টার্চ, হোয়াইট পেট্রোলিয়াম জেলী, কাষ্ট আয়রণের পাম্প ব্যতীত অন্যান্য সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, রেড লেড এবং অরেঞ্জ লেড অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জাইলিন, পলি প্রোপাইলিন, POY এবং ট্রেইলার ও সেমি ট্রেইলারের যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান, ক্ষেত্রভেদে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার বা আমদানি শুল্ক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্লাইউড, এ্যালাম, সালফিউরিক এসিড, ফ্লাই এ্যাশ, ভিনাইল ক্লোরাইড, ভিনাইল এসিটেট, লুব্রিকেটিং অয়েল, কাঁচের চুড়ি, কো-এক্সিয়াল কেবলসহ অন্যান্য কেবলস্, ইলেক্ট্রিক বাল্ব এবং ক্রোমেটেড কপার আর্সেনেট এর উপর ক্ষেত্রভেদে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক হার অথবা সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ‘ছ’** তে প্রদত্ত হয়েছে।

73| প্রতিবেশী দেশে বিদ্যমান শুল্ক হারের সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে কাঁচা রেশম (Raw Silk) ও রেশম সূতা এর উপর বিদ্যমান আমদানী শুল্ক ১৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২২.৫ শতাংশে, স্ক্র্যাপ জাহাজ এর শুল্ক হার ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য এ সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২.৫ শতাংশ লাইসেন্স ফি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭৪। বর্তমানে রেফ্রিজারেটর এর উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং এয়ারকন্ডিশনার এর উপর ৩৭.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও ৪২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান। আমি রেফ্রিজারেটরের উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং এয়ারকন্ডিশনারের উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক হ্রাস পূর্বক ৩০ শতাংশে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। একই সাথে দেশীয় রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনার সংযোজন শিল্পকে প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা **পরিশিষ্ট ‘ছ’** তে দেখানো হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৭৫। দেশের শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্লোয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল বার্গলার এন্ড ফায়ার এলার্মস কে মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য প্রযোজ্য রেয়াতী প্রজ্ঞাপনে

অন্তর্ভুক্ত করার এবং ট্রেইলার ও সেমি ট্রেইলারকে উক্ত প্রজ্ঞাপন থেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রস্তাব করছি। ঔষধ শিল্পের কাঁচামালের জন্য প্রযোজ্য রেয়াতী প্রজ্ঞাপনটিকে সংশোধনক্রমে নতুন প্রজ্ঞাপন জারী এবং ব্যাগেজ বিধিমালায় কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি।

৭৬। দেশে রপ্তানিমূখী পোশাক শিল্পকে ব্যাপক বন্ড সুবিধা দেয়া হয়েছিল। এই বন্ড সুবিধা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিল্প খাতে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে সারাদেশ ব্যাপী বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধার মাধ্যমে রপ্তানিমূখী গার্মেন্টস্, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য সামগ্রী এবং রপ্তানীমূখী অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল ও এক্সেসরীজ বিপুলভাবে আমদানি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই দেশব্যাপী এই বন্ড সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। ফলে পিভিসি, পলি-প্রোপিলিন, পলি ইথাইলিন, পেপার ও পেপার বোর্ড, রং ও রসায়ন, বিভিন্ন শিল্পের এক্সেসরীজ ও কাঁচামাল শুল্ক কর মুক্তভাবে আমদানি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে দেয়া হচ্ছে। এ কারনে সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে। অন্যদিকে এসব কাঁচামাল ও এক্সেসরীজ গুলোর দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান অসম প্রতিযোগীতার মূখে প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রপ্তানিমূখী শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ডিউটি ড্র-ব্যাক ব্যবস্থা অনেক আগেই প্রবর্তন করা হয়েছে এবং অনেকেই এই সুবিধা গ্রহন করছেন। অথচ ঢালাওভাবে বন্ড সুবিধার বিস্তৃতি ঘটায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু কিছুই শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে বন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর তালিকা এবং পরিমাণ পুনর্বিণ্যাস প্রয়োজন। যেসব ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক পাবার সুযোগ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা সংকুচিত করতে হবে। অন্যদিকে রপ্তানিমুখী শিল্পের দেশে উৎপন্ন হয় না এমন কাঁচামাল, এক্সেসরীজ ও মধ্যবর্তী পণ্যের (Intermediate goods) ক্ষেত্রে খুব সীমিত পরিসরে বন্ড সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হবে যাতে বিপুল পরিমান রাজস্ব ফাঁকি রোধসহ দেশীয় এক্সেসরীজ শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

জনাব স্পীকার,

77| দেশে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস নামে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সমূহ আমদানি করে তা বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিবীদ ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের (Privileged Persons) মাঝে সরবরাহ করে আসছে। এই ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার

হাউসগুলোর উপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। ফলে যে পদ্ধতিতে তারা এসব পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন লোকের কাছে সরবরাহ করে থাকেন তার ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এসব পণ্য সামগ্রী (সিগারেট, মদজাতীয় পণ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সমূহ) বিভিন্ন দূতাবাস তাঁদের নিজস্ব কমিশারিয়েটের (Commissariat) মাধ্যমেও আমদানি করে থাকে এবং এজন্য তাঁদের নিজস্ব সক্রিয় ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত হোটেলসমূহ (সোনারগাঁও, শেরাটন, পূর্বানী, আগ্রাবাদ ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন অভিজাত শ্রেনীর ক্লাব ও পর্যটন কর্পোরেশন এসব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউসগুলোর প্রয়োজন খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। অবিলম্বে এইসব ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউসের কার্যক্রম সীমিত করার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী এনে প্রদত্ত সুবিধার অপব্যবহার করে বিপুল অংকের রাজস্ব ফাঁকি এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাব করছি:

(১) ডিপ্লোম্যাটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউসগুলোর বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে;

(২) শুধুমাত্র ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ডিপ্লোম্যাট এবং ডিপ্লোম্যাট এর পর্যায়ে পড়ে এ ধরনের বিদেশী ব্যক্তিবর্গ এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ (WB, IMF, ADB, IDB ইত্যাদি) এবং অনুরূপ (USAID, DANIDA, JICA, DFID, CIDA, SIDA ইত্যাদি) সংস্থাসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকবৃন্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত থাকবে ;

(৩) অন্যান্য সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের (Privileged Persons) ক্ষেত্রে এখন থেকে নতুন ভাবে এ ধরনের সুবিধা দেয়া হবে না এবং বর্তমানে এধরনের যেসব ব্যক্তি এ সুবিধা গ্রহন করছে তাঁদের ক্ষেত্রে পাশ বইয়ে প্রযোজ্য প্রাপ্যতা (entitlement) শতকরা ৫০ ভাগে হ্রাস করতে হবে;

(৪) এখন থেকে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বিদেশী পরামর্শক/বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের শুল্ক-করমুক্ত পণ্য সামগ্রী কেনার সুবিধা দিয়ে কোন চুক্তি করবে না। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত মন্ত্রণালয়কে এ শুল্ক, কর বহন করতে হবে।

জনাব স্পীকার,

৭৮। শুল্ক প্রশাসনের আধুনিকায়ন এবং শুল্ক পদ্ধতি সহজতর করার জন্য গৃহীত Customs Administration Modernization Project এর মাধ্যমে আসাইকুদা প্লাসপ্লাস (ASYCUDA++) পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ আইসিডি, কমলাপুরে উহা চালু করা হয়েছে এবং অচিরেই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসসহ বিভিন্ন কাস্টম হাউস এবং শুল্ক ষ্টেশনে পর্যায়ক্রমে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। ফলে শুল্কায়ন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আসবে এবং দূর্ণীতি হ্রাস পাবে। একই সাথে আমদানিকারক এবং ব্যবসায়ী শ্রেনী দ্রুত শুল্কায়নের সুবিধা ভোগ করবে। পুনরায়, শুল্ক প্রশাসন গতিশীল করার লক্ষ্যে কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর কতিপয় ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং কতিপয় নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি। World Customs Organization কর্তৃক হারমোনাইজ্ড সিস্টেম কোডিং এ আনীত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে Customs Act এর বিদ্যমান First Schedule প্রতিস্থাপন করারও প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

জনাব স্পীকার,

৭৯। ইতোপূর্বে আমার বক্তব্যে আমি উল্লেখ করেছি যে ১৯৯১ সনে তৎকালীন আমাদের বিএনপি সরকারের সময়েই দেশে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং এখন তা দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

জনাব স্পীকার,

৮০। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি এখন স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক খাতের কতিপয় প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ-

81| কৃষির উন্নয়ন ও তার যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব বলে বর্তমান সরকার মনে করে। বর্তমানে কৃষিতে ব্যবহৃত ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, এ্যারেটরসহ ফুল ফ্যাট সয়াবিন এর উপর ভ্যাট আরোপিত আছে। কৃষি খাতের উন্নতিকল্পে পণ্যগুলোর উপর আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদন উভয় পর্যায়ে আরোপিত সমুদয় মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। একই যুক্তিতে সেচে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এবং কৃষকদের উৎপাদিত আখের গুড়ের উপর আরোপিত ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার

৮২। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন, ভূমি বিক্রয় ও এপার্টমেন্ট হস্তান্তরের সময় রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, আয়কর, ভ্যাট, উন্নয়ন কর ও পৌর কর প্রভৃতি মিলিয়ে ক্রেতাকে প্রায় ৩০ শতাংশ কর প্রদান করতে হয়। ক্রেতা সাধারণ এই বিপুল কর ভারের কারণে কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে প্রকৃত মূল্যকে গোপন করে থাকেন। উল্লিখিত খাতগুলো থেকে বছরে শুধু ভ্যাট বাবদই প্রায় ৪০ কোটি টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট জনগনের সুবিধার্থে আমি উপরোক্ত খাত তিনটি হতে ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেবার প্রস্তাব করছি। সেই সাথে অন্যান্য কর হ্রাস ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক কর আপাতন ১৩.৫% এ কমিয়ে আনার প্রস্তাব করছি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জনগনের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

জনাব স্পীকার,

৮৩। ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অসুবিধা দূর করতে কতিপয় সেবার উপর বিভিন্ন সময়ে মোট ৯ টি মূল্য সংযোজনের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ ধরণের বিভিন্ন হার ভ্যাট ব্যবস্থার স্বচ্ছতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বিধায় তা যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে ৩টি নীট কর হার ২.২৫%, ৪.৫% ও ৫.০% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো। এর ফলে সরকারের ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে। এছাড়া স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার শীর্ষক সেবা খাতের নির্ধারিত সংকুচিত মূল্যভিত্তি প্রত্যাহার করে শুধুমাত্র মেকিং চার্জ বা মজুরীর উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়ের প্রস্তাব করছি যার ফলে কর আপাতন হ্রাস পাবে। কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ মহান সংসদে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

জনাব স্পীকার,

৮৪। “বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণ” ও “ট্রাভেল এজেন্সী” শীর্ষক খাতগুলি ভ্যাট ব্যবস্থার আওতায় থাকলেও বর্তমানে অব্যাহতির সুবিধা পাচ্ছে। সমজাতীয় আন্যান্য খাতে ভ্যাট আরোপিত থাকায় ন্যায়নীতির স্বার্থে “বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণ” এবং “ট্রাভেল এজেন্সী” খাত হতে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৮৫। বর্তমানে ব্যাংক প্রদত্ত সেবার মধ্যে শুধু ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা (L/C opening) শীর্ষক সেবার উপর ভ্যাট আরোপিত আছে। ভ্যাট ব্যবস্থা রয়েছে বিশ্বের এমন দেশগুলোতে ব্যাংক প্রদত্ত সকল সেবাই ভ্যাট ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। বিদ্যমান অসামঞ্জস্য দূর করার লক্ষ্যে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা শীর্ষক সেবার পাশাপাশি ব্যাংক গ্যারান্টি, ডিডি, পে অর্ডার, টিটিসহ ব্যাংক প্রদত্ত অনুরূপ অন্যান্য সেবার উপর ভ্যাট আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

৮৬। রেডিও টিভি তথা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপণের উপর বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত নেই। তাই ইলেকট্রনিক মাধ্যমের পাশাপাশি অন্যান্য সকল প্রকার বিজ্ঞাপণকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করা যাচ্ছে। একই সাথে “যোগানদার”, “পরিবহন ঠিকাদার”, “ইজারাদার” ও “রেন্ট-এ কার” শীর্ষক সেবা খাতগুলোর সঠিক পরিধি নির্ণয় ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

জনাব স্পীকার,

৮৭। মূল্য সংযোজন করের আওতাভুক্ত বেশ কয়েকটি সেবা খাতের বার্ষিক টার্নওভার নিরুপন করা দুরূহ। তাই কর পরিহার বন্ধ করতে ও করদাতাদের হয়রানী নিরসনকল্পে ইন্ডেন্টিং, জরিপ সংস্থা, কনসালট্যান্সী ও সুপারভাইজরী ফার্ম, স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর ও স্যাটেলাইট চ্যানেল অপারেটর, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোকানদার, নির্দিষ্ট এলাকার মোটর গাড়ীর গ্যারেজ, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী প্রভৃতি সেবাখাতকে বার্ষিক টার্নওভার নির্বিশেষে ভ্যাট এর আওতায় নিবন্ধনের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

৮৮। ব্যক্তিগত পর্যায়ের সেবা যেমন আর্কিটেক্ট, কনসালটেন্ট, চার্টার্ড একাউনট্যান্ট প্রভৃতির উপর ভ্যাট বিদ্যমান। অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপিত থাকলেও “বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক” ও “আইন পরামর্শক” এই দুটি সেবা খাত দীর্ঘদিন যাবৎ ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারের পক্ষ হতে বার বার এই সেবা খাত দুটিকে ভ্যাটের আওতায় আনার দাবী উত্থাপিত হচ্ছে। এছাড়া দেশে বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি) রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চহারে টিউশন ফি ও অন্যান্য চার্জ আদায়ের মাধ্যমে বিপুল অংকের মুনাফা করে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিপুল মুনাফা অর্জনকারী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, “বিশেষজ্ঞ ডাক্তার” ও “আইন পরামর্শক” শীর্ষক সেবার উপর কর আরোপ না করার সংগত কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে বর্তমান অর্থবছরেই এই খাতগুলোকে ভ্যাট এর আওতায় না এনে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়নপূর্বক এই খাতগুলোকে আগামী অর্থবছর থেকে ভ্যাট এর আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হবে।

জনাব স্পীকার,

৮৯। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমানে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে রাইস মিলের হলার, সাইকেল-রিক্সার টায়ার, জিআই পাইপসহ বেশ কিছু পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক হার সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় আমদানি পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে স্থানীয় পর্যায়ের বহু শিল্প কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তাই সিগারেট, প্রাকৃতিক গ্যাস, সিআর কয়েল, কসমেটিক্স প্রোডাক্ট, মার্বেল স্লাব, টাইলস, সিরামিক বাথরুম ফিটিংস, গুড়ো দুধ প্রভৃতি ব্যতীত স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে সকল পণ্য সামগ্রীর উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। আশা করা যায় এতে স্থানীয় শিল্প ন্যায্য প্রতিরক্ষণ পাবে যা শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী প্রভাব ফেলবে।

৯০। সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল জনগোষ্ঠী কোমল পানীয় এর প্রধান ভোক্তা শ্রেণী। এই খাতে বর্তমানে ৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। স্বচ্ছল জনগোষ্ঠির সামর্থের কথা বিবেচনা করে স্থানীয় পর্যায়ে এই খাতে সম্পূরক শুল্ক হার ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করার প্রস্তাব করছি। এই কর হার বৃদ্ধির ফলে ভোক্তা পর্যায়ে করের আপাতন (incidence) বৃদ্ধি পাবে খুবই নগণ্য।

জনাব স্পীকার,

৯১। দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে কয়েক লক্ষ শিল্পী-কলা কুশলী নিয়োজিত থাকলেও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর দিবা রাত্রি ছায়াছবি প্রদর্শনের ফলে এই শিল্পটি আজ ধ্বংস প্রায়। সিনেমা টিকেটের উপর দীর্ঘদিন থেকে ৮৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। অন্যদিকে স্যাটেলাইট মাধ্যমের উপর কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়নি। কর কাঠামোয় বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ও সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের এই খাতকে টিকিয়ে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করে সিনেমা হলের সম্পূরক শুল্ক হার ৮৫% থেকে হ্রাস করে ৩৫% নির্ধারণ এবং একই সাথে ”স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর” শীর্ষক সেবার উপর ১৫% সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এতে সিনেমা খাতে প্রায় ৫ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হলেও এ খাতের বিরাজমান দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

জনাব স্পীকার,

৯২। অযান্ত্রিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত ইটের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৯৯১ সনে ট্যারিফ মূল্য ধার্য করা হয় যা বিগত ১০ বছরেও পরিবর্তন করা হয়নি। সার্বিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সকল প্রকার ইট এর ট্যারিফ মূল্য ৫০% বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলো। একই সাথে সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আনুপাতিক হারে ট্যারিফ মূল্যযুক্ত সিরামিক ইটের অনুরূপ রেডি মিক্স নামীয় সামগ্রীর যৌক্তিক ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া বর্তমানে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড হতে সরবরাহকৃত প্রতি টন স্ক্র্যাপের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত আছে মাত্র ৭০০ টাকা যা একান্তই বাস্তবতা বর্জিত এবং প্রকৃত বাজার মুল্যের সাথে সংগতিহীন। মূল্য সংযোজনের পরিমাণকে বিবেচনায় নিয়ে প্রতি মেট্রিক টন স্ক্র্যাপের ট্যারিফ মূল্য ১৫০০/ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো। কাঁচামালের উপর ট্যারিফ মূল্য থাকায় এমএস পণ্য উৎপাদনকারীরা দীর্ঘদিন থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ট্যারিফ মুল্য নির্ধারণের দাবী করে আসছিল। সুষম প্রতিযোগিতা, কর ব্যবস্থায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রি-রোলিং মিলগুলোতে উৎপাদিত বিভিন্ন এম.এস. পণ্যেরও ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আশা করা যায় এর ফলে এক্ষেত্রে বিরাজমান অসংগতি দূরীভূত হবে এবং সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ হবে।

জনাব স্পীকার,

৯৩। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীর উপর ভ্যাট আরোপিত আছে। সকল পর্যায়ের ব্যবসায়ীর উপর এই কর আরোপিত না থাকায় অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি ভ্যাট ব্যবস্থার মূলনীতির বিচ্যুতি ঘটছে। তাই বিদ্যমান শর্ত ও সীমা প্রত্যাহারের মাধ্যমে ব্যবসাকেন্দ্রগুলোকে উক্ত কর ব্যবস্থার আওতায় আনার আইনগত বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া এ পর্যায়ের করদাতাদের সহনীয় ও সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে করের আওতায় আনার লক্ষ্যে এফবিসিসিআই ও দোকান মালিক সমিতির সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও আন্যান্য এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য যথাক্রমে বার্ষিক ন্যূনতম ৫৪০০/ টাকা এবং ৩৬০০/ টাকা ভ্যাট নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। তবে শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী তাঁদের প্রকৃত বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে ভ্যাট প্রদান করবে। একই সাথে ব্যবসায়ী পর্যায়ের নীট কর হার ১.৫% থেকে ২.২৫% উন্নীত করার প্রস্তাব করা হলো।

জনাব স্পীকার,

৯৪। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টার্নওভার ট্যাক্স কমিশনের নিকট আপীল দায়েরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আপীল সংখ্যার এই ক্রম হ্রাসের কারণে মূল্য সংযোজন করের আওতাধীন আপীল প্রক্রিয়ায় টার্নওভার ট্যাক্স সংক্রান্ত আপীলসমূহ নিষ্পত্তি করা সম্ভব বিধায় এই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রাখার যৌক্তিকতা নেই। বর্ণিত পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি বিলোপ করার এবং মূল্য সংযোজন কর আইনের অসংগতি দূরীকরণের স্বার্থে নিম্নোক্ত সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হলঃ-

(ক) ব্যবসায়ী পর্যায়ে ধার্যকৃত সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের বিপরীতে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট উপকরণের কর রেয়াত গ্রহণ না করার সুনির্দিষ্ট বিধান প্রবর্তন,
(খ) করদাতাদের রিফান্ড দাবীর সময়সীমা ৪ মাস থেকে ৬ মাসে বর্ধিতকরণ,
(গ) অসত্য তথ্য প্রদান করে মূল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করলে তা বাতিলের বিধান প্রবর্তন,
(ঘ) স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোলবিহীন আটককৃত সিগারেট বাজেয়াপ্তির বিধানকরণ,
(ঙ) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদের বিদ্যমান ন্যায় নির্ণয়ন ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস এবং
(চ) অন্যান্য কয়েকটি ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন।

জনাব স্পীকার,

৯৫। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালায় ক) কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য ও হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন; খ) পণ্য সরবরাহের ৭ দিনের পরিবর্তে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে মূসক চালানপত্র স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল এবং গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্য মূল্য অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনার এর নিকট আপীল/আপত্তি উত্থাপনের বাধ্যবাধকতা আরোপ প্রভৃতি বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হল।

জনাব স্পীকার,

96| Tax on Air Ticket Ordinance এর আওতায় ১৯৮৯ সাল থেকে যাত্রী টিকেট প্রতি ৫০ টাকা হিসাবে কর আরোপিত আছে। দীর্ঘ এক যুগ অতিক্রান্ত হলেও এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের আলোকে অভ্যন্তরীণ বিমান যাত্রীর টিকেট প্রতি এই করের পরিমাণ ২০০/ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

আমি এখন অন্যান্য কর ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব রাখব।

বিদেশ ভ্রমণ কর ঃ

৯৭। ইতোপূর্বে আয়কর আলোচনার সময় আমি বিদেশ ভ্রমন কর হার পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে আলোকপাত করেছি যা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই।

ষ্ট্যাম্প ডিউটি ঃ

৯৮। বর্তমানে জমি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি বিক্রয়/হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশনের উপর ১০ শতাংশ হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি আরোপিত আছে। আমি এক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি। একই সাথে রেজিষ্ট্রেশনের সময় ১

শতাংশ হারে আরোপিত অতিরিক্ত কর (Additional tax) সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহারেরও প্রস্তাব রাখছি। ইতোপূর্বে আয়কর বিষয়ক প্রস্তাবাবলী আলোচনার সময় এক্ষেত্রে আরোপিত Capital gain tax ১০ শতাংশ হতে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার এবং মূল্য সংযোজন কর আলোচনার সময় এ ক্ষেত্রে আরোপিত সম্পূর্ণ ভ্যাট তুলে দেবার প্রস্তাবও রেখেছি। ফলে জমি, ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরের সময় রেজিষ্ট্রেশন বাবদ মোট কর আপাতন ৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মাত্র ১৩.৫ শতাংশে নেমে আসবে। এর ফলে জনসাধারণ জমি, ফ্ল্যাট রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে যে বিপুল কর ভারের শিকার হয়েছিল, তা থেকে বড় ধরনের relief পাবেন, যা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে।

কোর্ট ফি আইন

99। Court-Fees Act, ১৮৭০ এর বিভিন্ন বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করে আরোপযোগ্য মূল্য অনুসারে সর্বোচ্চ প্রদেয় কোর্ট ফি এর পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া নির্দিষ্ট কোর্ট ফি (fixed court fee) এর পরিমাণ ১০০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় নির্ধারণ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কোর্ট ফি এর পরিমাণ **পরিশিষ্ট 'জ'** অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য, দীর্ঘকাল কোর্ট ফি হারের কোন পুনর্বিন্যাস করা হয়নি বিধায় অন্যান্য কর ব্যবস্থার সাথে এক্ষেত্রে অসামাঞ্জস্য বিরাজ করছিল।

তাছাড়া Registration Act, ১৯০৮ এর বিদ্যমান বিধান অনুসারে দলিলে সম্পত্তির সঠিক মূল্য না দেখিয়ে কম মূল্য দেখানো হলেও রেজিষ্ট্রি কর্মকর্তা দলিল রেজিষ্ট্রিকরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন না। এক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রি কর্মকর্তা কর্তৃক বাজার মূল্যের নীতিমালা অনুসরনে দলিলের সঠিক মূল্যায়ন করে সেই অনুযায়ী পূর্ণ ডিউটি, ফি, ইত্যাদি আদায় করার ক্ষমতা প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

মোটরযান কর ও ফিস ঃ

100। দেশে বিপুল ব্যয়ে সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মিত হলেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এ নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সরকারের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই এ খাতে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির সংগে সংগে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো একান্ত

প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এই বাজেটে মোটরযান কর ও ফিসের হার **পরিশিষ্ট 'ঝ'** অনুযায়ী পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি ।

জনাব স্পীকার,

১০১। আমি এতক্ষন ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের প্রধান কর প্রস্তাব সমূহ বর্ণনা করেছি। এখন আমি এ প্রস্তাব সমূহের রাজস্ব তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরছি। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে আয়কর, ভ্যাট এবং আমদানী শুল্ক খাতে আদায়ের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৩৫০০ কোটি, ৫০৯০ কোটি এবং ১০,০৩৫ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে আয়কর ও ভ্যাট উভয় খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ হারে এবং শুল্ক খাতে ৬ শতাংশ হারে বিবেচনা করলে আদায়ের পরিমান দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৬২৮ কোটি (আয়কর), ৬৭৩১ কোটি টাকা (ভ্যাট) এবং ১১,২৭৫ কোটি টাকা (শুল্ক)। তাছাড়া এসব খাতে প্রস্তাবিত রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে নীট কর প্রাপ্তির পরিমান দাঁড়াবে আয়কর খাতে ১৬০ কোটি, ভ্যাট খাতে ১০০ কোটি এবং শুল্ক খাতে ৫৪০ কোটি টাকা। ফলে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে এই তিনটি খাত হতে আদায়ের পরিমান হবে যথাক্রমে ৪,৭৮৮ কোটি, ৬,৮৩১ কোটি এবং ১১,৮১৫ কোটি, অর্থাৎ মোট ২৩,৪৩৪ কোটি টাকা। তাছাড়া অন্যান্য কর খাতে আরো ৩১৬ কোটি টাকা কর আদায়ের আশা করা হচ্ছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৭৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১,৭৫০ কোটি টাকা যা আদায়ের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

102| আমি আমার বাজেট বক্তৃতার প্রথম পর্বে উল্লেখ করেছি যে এবার বাজেটের আকার হবে আনুমানিক ৪৪ হাজার কোটি টাকা। বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্রমশঃই বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমে আসছে। সেই প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এটাও সত্য যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বেশী আহরণ করতে যেয়ে অর্থনীতিতে বেশী করের বোঝা চাপানো হলে তা শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ সব কিছু বিবেচনায় এবারের বাজেটে কর হার না বাড়িয়ে কর ভিত্তির সম্প্রসারণ, কর আইনের সহজীকরণ ও যুক্তি-যুক্তকরণ, কর প্রশাসনের দক্ষতাবৃদ্ধি, ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্পের বিনিয়োগকে বিনা প্রশ্নে গ্রহনের বিশেষ

সুযোগ রাখা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি ভিত্তিক শিল্পকে বিশেষ কর সুবিধা দেয়া হয়েছে। এতে আশা করা যাচ্ছে দেশের বিদ্যমান অঘোষিত অর্থের একটি বিরাট অংশ করনেট (Tax-net) এর মাধ্যমে অর্থনীতির সঠিক প্রবাহ খাতে চলে আসবে। বিশ্বায়নের গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসিয়ে না দিয়ে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রেখে শুল্ক ও ট্যারিফ কাঠামোকে যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে। এ বাজেটে বিদ্যমান ভ্যাট ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করে কর ফাঁকির প্রবণতা রোধ করে অধিক রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে এ বছর আমরা কিছুটা হলেও বাণিজ্য নির্ভর অর্থায়ন হতে সরে আসতে পারব বলে আমি আশা করি। তাছাড়া এ বাজেটে রাজস্ব ক্ষেত্রে স্বচছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে Good governance প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে গুলো সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি।

১০৩। প্রায় দু’বছর আগে আমরা নতুন এক মিলেনিয়ামে পদার্পণ করেছি। এরই মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে শিল্পায়নের তৃতীয় বিপ্লবে অর্থাৎ কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) বৈপ্লবিক যুগে। নতুন শতাব্দী বয়ে এনেছে নতুন নতুন মাত্রিকতা। Information superhighway এর যুগে আমাদেরকে হতে হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং Proactive। সংস্কারমূখী কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের কর্মসূচী তখনই সফল হবে যদি দেশে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করে। আর এ দায়িত্ব একটি দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের একার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দেশের আপামর জনসাধারনের সম্মিলিত প্রয়াস।

জনাব স্পীকার,

১০৪। এ প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দেশের সুনাগরিক হিসেবে যথাসময়ে কর প্রদান আমাদের একটি মৌলিক দায়িত্ব। সরকারের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই প্রত্যাশা করি, সে প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে যে অর্থের সংস্থান প্রয়োজন, সেখানে ঘাট্‌তি হলে আমাদের সকল আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও কাঙ্খিত সুবিধে দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই এ দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলেরই আরো বেশী যত্নশীল হতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে শুধু মাত্র রাজস্ব বৃদ্ধি করেই অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানো সম্ভব নয়। সংগৃহীত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেও সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় । তাই আমি মনে করি দেশের নিজস্ব সম্পদ সঠিকভাবে কাজে

লাগাতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে।

১০৫। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বাজেট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত বিএনপি ও জোট সরকারের নতুন শতাব্দীর প্রথম বাজেট। একবিংশ শতাব্দীর এই উষালগ্নে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জনগণকে দেয়া তার নিবার্চনী সকল প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পরিপালনে বদ্ধ পরিকর। আর এ প্রতিশ্রুতি পরিপালনে আমার বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরন করেছি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম। একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের কারণেই এদেশে এখন বহুদলীয় গনতন্ত্র চর্চার পরিবেশ বিরাজমান।

জনাব স্পীকার,

106| শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় যে স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা দ্রুত বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। আমাদের প্রজ্ঞা, ধীশক্তি ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণে নিবেদিত চিত্তে কাজ করে যেতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত বর্তমান এই সরকার পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার আদর্শে পরিচালিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুজ্জ্বল রেখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সৃজনশীল ও গতিশীল নেতৃত্বে আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে, ইনশাল্লাহ্, ।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

পরিশিষ্ট-”ক”

ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের কর হার

ক্রমিক নং	**প্রস্তাবিত স্তর**	**প্রস্তাবিত হার**
(১)	প্রথম ৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(২)	পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(৩)	পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(৪)	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(৫)	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%
	তবে ন্যূনতম করের পরিমান হবে ২,৪০০/- টাকা।	--

পরিশিষ্ট-”খ”

সাধারণ অবচয় ভাতার হার

সম্পদের প্রকৃতি	**বিদ্যমান হার**	***প্রস্তাবিত হার***
সাধারণ দালান	১২	১০
কারখানা দালান	২৪	২০
আসবাব পত্র	১০	১০
যন্ত্রপাতি	১৮	২০
যানবাহন (ভাড়ায় ব্যবহৃত নয়)	২০	২০

পরিশিষ্ট-”গ”

অভ্যন্তরীণ নৌ যানের জন্য অনুমিত আয়করের হার

ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**প্রদেয় আয়কর (প্রথম রেজিষ্ট্রেশনের ১০ বছর পর্যন্ত)**		**প্রদেয় আয়কর (প্রথম রেজিষ্ট্রেশনের ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর)**	
(১)	যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি-		দিবাকালীন যাত্রী পরিবহন ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি	
		বিদ্যমান হার	**প্রস্তাবিত হার**	**বিদ্যমান হার**	**প্রস্তাবিত হার**
		৩০/-	৪০/-	১৫/-	২০/-
(২)	মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোষ্টার ইত্যাদির ক্ষেত্রে	গ্রস টনেজ প্রতি		গ্রস টনেজ প্রতি	

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রদেয় আয়কর (প্রথম রেজিষ্ট্রেশনের ১০ বছর পর্যন্ত)		প্রদেয় আয়কর (প্রথম রেজিষ্ট্রেশনের ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর)	
		বিদ্যমান হার	**প্রস্তাবিত হার**	**বিদ্যমান হার**	**প্রস্তাবিত হার**
		৫০/-	৬৫/-	২৫/-	৩৫/-
(৩)	মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	গ্রস টনেজ প্রতি	গ্রস টনেজ প্রতি		
		বিদ্যমান হার	**প্রস্তাবিত হার**	**বিদ্যমান হার**	**প্রস্তাবিত হার**
		৪০/-	৫০/-	২০/-	২৮/-

পরিশিষ্ট - "ঘ"

ভ্রমণ কর হার

পথ	দেশ সমূহের নাম	যাত্রী পিছু বিদ্যমান হার	যাত্রী পিছু প্রস্তাবিত হার
স্থল পথে		২৫০ টাকা।	৫০০ টাকা।
নৌ-পথে		৬০০ টাকা।	৬০০ টাকা।
আকাশ পথে	(ক) উত্তর/দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণের জন্য	১,৮০০ টাকা;	২,৫০০ টাকা;
	(খ) সার্কভূক্ত দেশে ভ্রমণের জন্য	৬০০ টাকা;	৮০০ টাকা;
	(গ) অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য	১,৩০০ টাকা।	১,৮০০ টাকা।

পরিশিষ্ট-'ঙ'

১লা জুলাই, ২০০১ থেকে এ যাবত গৃহীত শুল্ক ও কর পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

আমদানি শুল্ক ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক হার		রেগুলেটরী ডিউটি	IDSC	মন্তব্য
		পুরাতন	হ্রাস কৃত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	
১	ম্যাংগ পাল্প	২৫%	৩৭.৫%			
২	পলিমার ভিত্তিক আয়ন এক্সচেঞ্জার, প্রাথমিক আকারে	১৫%	৫%		০%	
৩	ম্যাচ স্পিন্টস্	১৫%	৫%		০%	
৪	ক্লোরিন				০%	
৫	সলুবর (বোরন)				০%	
৬	এলুমিনিয়াম অক্সাইড, অন্যান্য কৃত্রিম কোরান্ডাম ব্যতীত				০%	
৭	ফেরাস সালফেট				০%	
৮	কাঁচা চামড়া				০%	
৯	প্রি-ফিব্রিকেটেড বিল্ডিং (আয়রন/ষ্টীল/এলুমিনিয়াম)	৫%	১৫%			
১০	সেলুলার/মোবাইল টেলিফোন	২৫%	২৫০০ টাকা প্রতি সেট			
১১	পেঁয়াজ (তাজা)	২৫%	১৫%			১/১১/০১ হতে ১৫/১২/০১ পর্যন্ত বলবৎ
১২	খেজুর (তাজা/শুকনা)	২৫%	১৫%			
১৩	খেজুর (তাজা)			১৫%		
১৪	চুইংগাম			১০%		
১৫	জুস ঃ অন্যান্য সাইট্রাস ফলজাত			১২.৫%		
১৬	মিনারেল ওয়াটার সহ কোমল পানীয়			১৫%		
১৭	পারফিউম এন্ড টয়লেট ওয়াটার			২০%		
১৮	বৈদ্যুতিক পাখা			৫%		
১৯	ড্রাই সেল ব্যাটারী			২৫%		

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক হার		রেগুলেটরী ডিউটি	IDSC	মন্তব্য
		পুরাতন	হ্রাস কৃত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	
২০	গুড়া দুধ			১০%		
২১	আম			২০%		
২২	কমলা			১০%		
২৩	আঙ্গুর (তাজা ও শুকনা)			২০% ও ১০%		
২৫	আপেল			২০%		
২৬	চকলেট			২০%		
২৭	বিস্কুট, ওয়েফলস এন্ড ওয়েফারস্			২০%		
২৮	জেম, জেলি, মারমালেড ইত্যাদি			২০%		
২৯	সস এবং অনুরূপ পণ্য			২০%		
৩০	শ্যাম্পু			২০%		
৩১	ডেন্ট্রিফ্রিস			২০%		
৩২	টয়লেট সোপ			২০%		
৩৩	প্লাষ্টিকের অফিস বা স্কুল সাপ্লাই			১০%		
৩৪	ষ্ট্যাচুয়েট ও অন্যান্য অরনামেন্টাল পণ্য			২০%		
৩৫	মাল্টিপ্লাই পেপার বোর্ড			১০%		
৩৬	টি শার্ট			২০%		
৩৭	ওয়াটার প্রুফ ও অন্যান্য পাদুকা			২০%		
৩৮	সিরামিক সেনিটারী ওয়্যার			২০%		
৩৯	সিরামিক টেবিল/কিচেন ওয়্যার			২০%		
৪০	গ্লাস ওয়্যার			২০%		
৪১	ইমিটেশন জুয়েলারী			২০%		
৪২	কুকিং এ্যাপশ্ছায়েন্স			১৫%		
৪৩	মাইক্রোবাস			২০% ও ২৫%		
৪৫	খেলনা			২০%		
৪৬	কয়লা			৫%		
৪৭	মাছ (পোনা ব্যতীত)			১২.৫%		
৪৮	**সিমেন্ট ক্লিংকার ঃ**			**২০%**		

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক হার		রেগুলেটরী ডিউটি	IDSC	মন্তব্য
		পুরাতন	হ্রাস কৃত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	
	বানিজ্যিক আমদানীকারক কর্তৃক আমদানিকৃত					
৪৯	কটন সজ্জাতা			১০%		
৫০	চাল			১০%		পরে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
৫১	ধর্মীয় ও উচ্চ শিক্ষার বই ব্যতীত অন্যান পুস্তক			১০%		
৫২	নিউজ পেপার, জার্নাল ইত্যাদি			৫%		

পরিশিষ্ট-'চ'

সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহারকৃত পণ্য বা পণ্যশ্রেনীর তালিকা

ক্রমিক	পণ্যের বর্ণনা	ক্রমিক	পণ্যের বর্ণনা
১	হোয়ে পাউডার	২৯	বিটুমিন
২	রসুন	৩০	হাইড্রোজেন ক্লোরাইড
৩	পেস্তা	৩১	কষ্টিক সোডা
৪	কিউই ফল	৩২	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও পারঅক্সাইড
৫	এ্যাপ্রিকট	৩৩	আয়রন অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড
৬	জাইফল ও জৈত্রী	৩৪	এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড
৭	মৌরিদানা	৩৫	সোডিয়াম ডাই থায়োনাইট এবং হাইড্রোক্সাইড
৮	ধনে	৩৬	ডিওপি
৯	টেন্ডুপাতা	৩৭	এলাম
১০	শর্করা (ষ্টার্চ)	৩৮	সরবিটল
১১	কোপরা	৩৯	সকল প্রকার সালফেট
১২	গাম রেজিন	৪০	সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট
১৩	এ্যানিম্যাল ফ্যাট ও ট্যালো	৪১	হাইড্রোজেন পার অক্সাইড
১৪	নারিকেল তেল (ক্রুড)	৪২	টলুইন
১৫	পাম কার্ণেল তেল (ক্রুড)	৪৩	মিথানল
১৬	ট্যাপিওকা সাগু	৪৪	সোপ নুডলস
১৭	ফ্রুকটোজ	৪৫	স্যাকারিন
১৮	কফি	৪৬	ছাপার কালি
১৯	মিনারেল ওয়াটার	৪৭	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এসেন্স
২০	টোব্যাকো এসেন্স	৪৮	ফটোগ্রাফিক কাগজ
২১	সোডিয়াম ক্লোরাইড	৪৯	রোজিন
২২	চক পাউডার	৫০	ন্যাপথালিন
২৩	ক্রুড এবং পলিশ্ড মার্বেল ও গ্রানাইট	৫১	থিনার
২৪	শিলাগুড়ি, নুড়ি পাথর	৫২	পেইন্ট এবং ভার্নিশ
২৫	সিমেন্ট ক্লিংকার	৫৩	বিস্ফোরক পদার্থ
২৬	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫৪	দিয়াশলাই
২৭	এ্যাসেটিক এসিড	৫৫	পিএফএডি

ক্রমিক	পণ্যের বর্ণনা	ক্রমিক	পণ্যের বর্ণনা
২৮	পেট্রোলিয়াম জেলী	৫৬	পলি প্রোপাইলিন
৫৭	পলি ভিনাইল ক্লোরাইড	৮৬	স্ক্রু, নাট ও বোল্টস্
৫৮	প্লাষ্টিকের তৈরী ফ্লোর কাভারিং	৮৭	এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
৫৯	পলিথিন ব্যাগ	৮৮	কপারের অন্যান্য এ্যালয়
৬০	প্রাকৃতিক রাবার ল্যাটেক্স	৮৯	এ্যালূমিনিয়াম টিউবস্ এন্ড পাইপস্
৬১	ভি-বেল্ট	৯০	জিংক ইনগট
৬২	টায়ার ও টিউব (বাস+ট্রাক+মোটর সাইকেল+রিক্সা-বাইসাইকেল)	৯১	টিন
৬৩	রাবারের অন্যান্য দ্রব্য	৯২	তালা
৬৪	পার্টিক্যাল বোর্ড ও ফাইবার বোর্ড	৯৩	করাত
৬৫	প্লাইউড	৯৪	রেজর
৬৬	নিউজ প্রিন্ট	৯৫	ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড
৬৭	কার্বোনাইজিং বেইজ পেপার	৯৬	ষ্টীলের চামচ ইত্যাদি
৬৮	লেখার কাগজ	৯৭	পাম্প
৬৯	টয়লেট ও ফেসিয়াল টিস্যু ষ্টক	৯৮	এয়ার ফিল্টার
৭০	পেপার বোর্ড ও মাল্টি প্লাই	৯৯	সম্পূর্ণ রেফ্রিজারেটর ও রেফ্রিজারেটরের কমপ্রেসার
৭১	টিস্যু পেপার	১০০	রাইস হলার এর যন্ত্রাংশ
৭২	কাগজের ব্যাগ	১০১	বল বিয়ারিং
৭৩	কাগজের কার্টুন, বক্স	১০২	এসি মোটর
৭৪	সিনথেটিক ফিলামেন্ট	১০৩	ইলেক্ট্রিক আয়রন
৭৫	কার্পেট	১০৪	ইলেকট্রিক ল্যাম্পস্
৭৬	র‍্যাগস্	১০৫	টেলিফোন সেট
৭৭	পাদুকা বা ফুট ওয়্যার	১০৬	ম্যাগনেটিক টেপ
৭৮	টেক্সটাইল ব্যাক্ড ফেব্রিক্স	১০৭	সম্পূর্ণ রঙ্গিন টেলিভিশন ও রঙ্গিন ও টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ
৭৯	এ্যাবরেসিভ ক্লথ	১০৮	ক্যাথোড রে-টিউব
৮০	ব্রেক লাইনিং এবং প্যাড	১০৯	গ্রাফাইট ইলেক্ট্রোডস্ :অন্যান্য
৮১	কাঁচের আয়না	১১০	পুরাতন পিক-আপ
৮২	গাড়ির গ্লাস	১১১	ক্লাচ ও যন্ত্রাংশ
৮৩	হট রোল্ড প্রোডাক্টস্	১১২	বাইসাইকেল
৮৪	কোল্ড রোল্ড প্রোডাক্টস্	১১৩	বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ
৮৫	পেইন্ট, ভার্নিশ ও প্লাষ্টিক	১১৪	মোটর বোট

ক্রমিক	পণ্যের বর্ণনা	ক্রমিক	পণ্যের বর্ণনা
	কোটেড শীট		
১১৫	Instrument ইড়ী ও জ্যামিতি বক্স		
১১৬	প্রেসার ল্যাম্প, হ্যারিকেন ল্যাম্প ইত্যাদি ষ্টীলের পণ্য		
১১৭	আসবাবপত্র		
১১৮	খেলনা		
১১৯	বল পয়েন্ট পেন		
১২০	ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্স		

পরিশিষ্ট-'ছ'

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের
আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্ক হার		সম্পূরক শুল্ক হার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১	রুই, কাতলা, মৃগেল, পাংগাশ, কার্প ও সমজাতীয় মাছ			০%	৩০%	+ ৩৭.১০	
২	গুড়া দুধ ঃ বাল্ক প্যাকিং	২৫%	৩২.৫%	৫%	১০%	+ ৭০.৭৭	
৩	গুড়া দুধ ঃ খুচরা প্যাকিং			৫%	২০%	+ ৬.৫৬	
৪	মাখন জাতীয় দ্রব্য			০%	২০%	+ ১.৯০	
৫	পনির জাতীয় দ্রব্য			০%	২০%	+ ০.৫৩	
৬	খেজুর (তাজা) ঃ মোড়ক বা টিনজাত নহে			৫%	৩০%	+ ১৪.৯৭	
৭	আম (তাজা) ঃ মোড়ক বা টিনজাত নহে			০%	৩০%	+ ৭.৬০	
৮	কমলা (তাজা) ঃ মোড়ক বা টিনজাত নহে			১০%	৩০%	+ ৭.৩৫	
৯	সাইট্রাস এবং অন্যান্য ফল (তাজা) ঃ মোড়ক বা টিনজাত নহে			০%	৩০%	+ ৯.০২	
১০	আঙ্গুর (তাজা ও শুকনা) ঃ মোড়ক বা টিনজাত নহে			১২.৫%	৩০%	+ ৫.২৫	

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি শুল্ক হার		সম্পূরক শুল্ক হার		রাজস্ব প্রতিক্রিয়া (কোটি টাকায়)	
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বৃদ্ধি (+)	হ্রাস (-)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১১	আপেল (তাজা) ঃ মোড়ক বা টিনজাত নহে			১২.৫%	৩০%	+ ৪.৫৭	
১২	স্পাইস প্রিমিক্স ফর ইন্সট্যান্ট নুডলস্	৩৭.৫%	১৫%				-০.০৩৬
১৩	সিরিয়াল পেলেটস্	৫%	১৫%			+ ০.০৪	
১৪	পটেটো এবং ম্যানিওক স্টার্চ			১০%	০%		- ০.৮৭
১৫	ফুল ফ্যাট সয়াবিন	১৫%	০%				- ০.০১
১৬	জেনথেন গাম			৫%	০%		- ০.১৩
১৭	ট্যালো	২৫%	৩২.৫%	৫%ˏ ১০%	০%	+ ০.৭৩	
১৮	ক্রুড সয়াবিন তেল	১৫%	২২.৫%			+ ৬৪.৬৬	
১৯	ক্রুড পাম অয়েল/ওলিন	১৫%	২২.৫%			+ ২৩.০৭	
২০	আরবিডি পাম স্টিয়ারিন	২৫%	৩২.৫%	১২.৫%	০%		- ০.২৯
২১	ক্রুড নারিকেল তেল			৫%	০%		- ০.১৬
২২	চিনি ঃ ইক্ষু অথবা বীট জাত	২৫%	৩২.৫%	০%	২০%	+ ১৬৯.৮০	
২৩	চুইংগাম			০%	৩০%	+ ৩.৬৯	
২৪	চকলেট ও ক্যান্ডি			০, ২.৫ˏ ১৫%	৩০%	+ ৬.১১	
২৫	ট্যাপিওকা সাগু	৩৭.৫%	২২.৫%	১০%	০%		- ১.৯৬
২৬	বিস্কুট, ওয়েফলস্ ও ওয়েফারস্			১৫%	৩০%	+ ১.৯৩	
২৭	ম্যাঙ্গো পাল্প	৩৭.৫%	২২.৫%				-০.৩৭৮
২৮	কমলা, আপেল জুস ও জুস (অন্যান্য)			০%	২০%	+ ২.১১	
২৯	কোমল পানীয়			৫%	৩০%	+ ৩.১৩	
৩০	ডলোমাইট নট ক্যালসাইন্ড	১৫%	২২.৫%			+ ০.২৯	
৩১	সিমেন্ট ক্লিংকার (সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত)	১৫%	২২.৫%	২.৫%	০%	+ ১২.৭৬	
৩২	ফিনিস্ট সিমেন্ট ঃ বাল্ক এবং ব্যাগ			২৫, ২০, ১২.৫%	৩০%, ২০%	+ ১.৪৬	
৩৩	ফ্লাই এ্যাশ	০%	৭.৫%			নগন্য	
৩৪	লুব্রিকেটিং অয়েল	২৫%	৩২.৫%			+ ২৭.২৭	

৩৫	পেট্রোলিয়াম জেলী			৭.৫%	০%		- ০.৬৩
৩৬	রিফাইন্ড প্যারাফিন ওয়্যাক্স	১৫%	২২.৫%			+ ০.৮৮	
৩৭	সালফিউরিক এসিড			০%	২০%	+ ০.২৬	
৩৮	কষ্টিক সোডা			৫%	০%		- ২.৭৪
৩৯	রেড-লেড ও অরেঞ্জ লেড অক্সাইড	২৫%	১৫%				-০.০৫
৪০	ব্লিচিং পাউডার	২৫%	১৫%				-০.৫৩
৪১	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	১৫%	৭.৫%				-০.০৯
৪২	বেসিক ক্রোমিয়াম সালফেট	২৫%	৩২.৫%	৫%	০%	+ ০.৪৭	
৪৩	এ্যালাম	২৫%	৩২.৫%	৫%	০%	+ ০.১৮	
৪৪	সোডিয়াম বাই কার্বনেট			৫%	০%		- ০.৩৩
৪৫	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	৫%	১৫%			+ ৫.০৫	
৪৬	হাইড্রোজেন পার অক্সাইড			৫%	০%		- ১.০৫
৪৭	জাইলিন	১৫%	৭.৫%				-০.২১
৪৮	এসিটিক এসিড			৫%	০%		- ০.১৮
৪৯	ভিনাইল ক্লোরাইড	০%	৭.৫%			নগন্য	
৫০	ভিনাইল এসিটেট	০%	৭.৫%			+ ০.২৬	
৫১	সোপ নুডলস্	২৫%	৩২.৫%	২২.৫%	০%		- ০.৪৩
৫২	ভ্যাট ডাইস	০%	৭.৫%			+ ৮.৫২	
৫৩	রি-এ্যাকটিভ ডাইস	০%	৭.৫%			+ ০.৭১	
৫৪	ইংক জেট রিফিল ইন ইনজেকটেবল ফর্ম	০%	৭.৫%			+ ০.০৪	
৫৫	পারফিউম এন্ড টয়লেট ওয়াটার			১৫%	৫০%	+ ০.৭৪	
৫৬	কসমেটিকস্			৩৫, ৪৫%	৫০%	+ ০.৯৪	
৫৭	টয়লেট্রিস প্রোডাকস্			০,১৫, ৪০%	৫০%	+ ৫.৮১	
৫৮	সাবান			৩০%	৫০%	+ ০.৭৭	
৫৯	ডিফোমিং এজেন্ট	১৫%	৭.৫%				- .০৩২
৬০	টোনার কার্টিজ ফর কম্পিউটার	০%	৭.৫%			+ ০.৭২	
৬১	রোজিন সাইজ	১৫%	৭.৫%				-০.০০১
৬২	ক্রোমোটেড কপার আর্সেনেট	৫%	১৫%			+ ০.৪৬	
৬৩	ডায়াগনষ্টিক/ল্যাব রি-এজেন্টস্	১৫%	৭.৫%				- ০.৫৭
৬৪	পিএফএডি	২৫%	৩২.৫%	২০%	০%		- ৩.২০
৬৫	পলিপ্রোপাইলিন, ইন প্রাইমারী ফর্ম	১৫%	২২.৫%	১০%	০%		-১.০৭

৬৬	পিভিসি রেজিন			৫%	০%		- ৭.৯৩
৬৭	পিভিসি রিজিড ফিল্ম			১০%	০%		- ০.১৪
৬৮	প্লাষ্টিকের তৈরী সিলভার/স্পিনিং ক্যান	৩৭.৫%	২২.৫%				-০.০২২
৬৯	কাঠের তৈরী সিলভার/স্পিনিং ক্যান	২৫%	১৫%				-০.০০২
৭০	মোটর গাড়ীর টায়ার	২৫%	৩২.৫%	৫%	০%	+ ১.৩১	
৭১	বাস-লরির টায়ার	২৫%	৩২.৫%	৫%	০%	+ ৩.৮৩	
৭২	মোটর সাইকেল টায়ার			১০%	০%		- ০.৫৪
৭৩	বাই সাইকেল টায়ার	২৫%	৩২.৫%	৫%	০%	+ ০.১৯	
৭৪	রাবার কট/এ্যাপ্রোন	৩৭.৫%	২২.৫%				-০.২০০
৭৫	ফুট ওয়্যার এক্সেসরিজ (হেডিং ৪২.০৬ ও ৯৬.০৬)	২৫%	১৫%				- ০.২৭
৭৬	প্লাইউড	২৫%	৩২.৫%	১০%	০%		- ০.১১
৭৭	রাইটিং ও প্রিন্টিং কাগজ (অনুর্ধ্ব ১৫০ জিএসএম)	২৫%	৩২.৫%	০%, ৫%	০%	+ ৩.৬৬	
৭৮	কাঁচা রেশম	১৫%	২২.৫%			+ ৫.৭৭	
৭৯	রেশম সূতা	১৫%	২২.৫%			+ ০.০৩	
৮০	সুইং থ্রেড অফ সিনথেটিক ফিলামেন্ট			৫%	০%		- ০.০৪
৮১	চগুণ	১৫%	৭.৫%				-০.৭৯
৮২	৮৫% অথবা অধিক সিনথেটিক স্ট্যাপল ফাইবারের সিংগেল ইয়ার্ণ			৫%	০%		- ০.১৮
৮৩	ওয়্যারড এন্ড নন-ওয়্যারড গ্লাস			০%	৩০%	+ ০.২৬	
৮৪	টেবিল/কিচেন গ্লাস ওয়্যার			০%	৩০%	+ ৬.৭৯	
৮৫	কাঁচের চুড়ি	২৫%	৩২.৫%	০%	৩০%	+ ০.২৬	
৮৬	হট রোল্ড প্রোডাক্টস্, নট ইন কয়েল	২৫%	১৫%				-০.৮৫
৮৭	ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্টস্ ঃ ইলেক্ট্রোপ্লেটেড অর কোটেড উইথ জিংক	৫%	১৫%			+ ১৩.০৯	
৮৮	ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্টস্ ঃ প্লেটেড অর কোটেড উইথ এলুমিনিয়াম-জিংক এ্যালয়	৫%	১৫%			+ ১৮.১৬২	
৮৯	ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্টস্ ঃ প্লেটেড অর কোটেড উইথ টিন	২৫%	১৫%				-০.১৩৩
৯০	ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্টস্ ঃ আদারওয়াইজ প্লেটেড অর কোটেড উইথ জিংক	৫%	১৫%			+ ৩.১৫৯	
৯১	বার ও রড ঃ কার্বনের পরিমান ০.৬% অথবা অধিক	৫%, ১৫%	১৫%			+ ০.৮৪২	
৯২	বার ও রড ঃ কার্বনের পরিমান ০.৬% এর নিম্নে	২৫%, ৩৭.৫%	৩২.৫%			+ ০.৬৩৬	
৯৩	ওয়্যার অব আয়রন/নন-এ্যালয় ষ্টিল, প্লেটেড অর কোটেড উইথ বেইস মেটাল	১৫%	৭.৫%				-০.১০৪
৯৪	জি আই পাইপ			৭.৫%	৩০%	+ ৭.৪৫	

৯৫	কমপ্রেস্ড অথবা লিকুইড গ্যাস সিলিন্ডার (৫০০০ লিটার ধারন ক্ষমতার নিম্নে)	২৫%	৭.৫%				-০.১৭২
৯৬	এ্যাংকরস্, গ্রাপনেলস্ এবং যন্ত্রাংশ	৩৭.৫%	২২.৫%				-০.২৩৬
৯৭	ওয়্যার অফ কিউপ্রোনিকেল অথবা নিকেল সিলভার	৩৭.৫%	২২.৫%				-০.০০৫
৯৮	ব্রাস কাষ্টিং এন্ড ফরজিং	২৫%	১৫%				নগন্য
৯৯	মেরিন প্রোপালশন ইঞ্জিন	২৫%	১৫%				-০.৩৭৫
১০০	সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প (কাস্ট আয়রন এর পাম্প ব্যতীত)	২৫%	১৫%				-০.৪৪৩
১০১	ফ্যান পার্টস্			০%	২০%	+ ১.৬৮	
১০২	রেফ্রিজারেটর (সিবিইউ)	২৫%	৩২.৫%	৩০%	০%		- ৩০.২৩
১০৩	এয়ারকন্ডিশনার (সিবিইউ এবং সিকেডি)			৪২.৫%	৩০% ও ২০%		- ২.৪১
১০৪	কম্পউটার হার্ডওয়্যার, যন্ত্রাংশ ও সামগ্রী	০%	৭.৫%			+ ৩৫.৪৯	
১০৫	এ্যারেটর (মৎস্য চাষে ব্যবহৃত)	৫%	০%				- ০.০১০
১০৬	বাইসাইকেল টিউব ভাল্ব	১৫%	৭.৫%				- ০.০৭৭
১০৭	ড্রাইসেল ব্যাটারী			০%	৩০%	+ ১.৮৩	
১০৮	লেড এসিড ব্যাটারী (এ্যাকুমুলেটর)			২০%	৩০%	+ ০.৪৪	
১০৯	টেলিফোন সেট	১৫%	২২.৫%	২৫%	০%		- ১.৫০
১১০	মোডেম	০%	৭.৫%			+ ০.৩৪	
১১১	ব্লাংক সিডি ফর কম্পিউটার	০%	৭.৫%			+ ০.৩১	
১১২	কম্পিউটার সফটওয়্যার (রেকর্ডেড মিডিয়া ফর কম্পিউটার)	০%	৭.৫%			+ ৫.৫৩	
১১৩	রঙ্গিন টেলিভিশন (সিকেডি ও সিবিইউ)	২৫%, ৩৭.৫%	১৫%, ২২.৫%	১৫%	০%		- ৩.৮৭
১১৪	সাদা-কালো টেলিভিশন (সিকেডি ও সিবিইউ)	২৫%, ৩৭.৫%	১৫%, ২২.৫%				- ৩.৩৮
১১৫	রঙ্গিন টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ			১৫%	০%		- ০.৮৭
১১৬	ইলেক্ট্রিক বাল্ব			১০%	২০%	+ ০.৭৪	
১১৭	অটো বাল্ব	১৫%	৩২.৫%	১০%	০%	+ ০.০০১	
১১৮	এনার্জি সেভিং ল্যাম্প এর যন্ত্রাংশ			১০%	০%		- ০.০৮
১১৯	পিকচার টিউব (টেলিভিশন প্রস্তুত বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমদানির ক্ষেত্রে)	১৫%	২২.৫%			+ ২.৫৭	
১২০	কটন ব্রেটেড ইলেক্ট্রিক কেবলস্	১৫%	৩২.৫%	১০%	০%	+ ০.২০	
১২১	অন্যান্য কেবলস্			১০%	৩০%	+ ৪.৭২	
১২২	কো-এক্সিয়াল কেবলস্ ও অন্যান্য কো-এক্সিয়াল ইলেক্ট্রিক কন্ডাক্টরস্	২৫%	৩২.৫%	০%	২০%	+ ২.৫৮	
১২৩	ট্রাক্টর (সিবিইউ)	৫%	০%				- ১.১৭
১২৪	দোতলা বাস (সিএনজি চালিত নয়)	০%	৭.৫%			+ ০.১৬	

১২৫	বাস ঃ সিটিং ক্যাপাসিটি ৪০ বা অধিক (সিএনজি চালিত নয়)	৫%	১৫%			+ ০.০৬	
১২৬	যানবাহন ঃ সিটিং ক্যাপাসিটি ১৫ এর অধিক নয়	১৫%	৩২.৫%			+ ১.৯৪	
১২৭	অন্যান্য যানবাহন (যেমন, মিনিবাস)	১৫%	৩২.৫%			+ ২.০৯	
১২৮	যানবাহন (সিকেডি)	৫%	১৫%			+ ৪.২৯	
১২৯	মোটর কার (১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত)			১২.৫, ২৫, ৪৫, ৬৫%	০%	নুতন গাড়ী আমদানি বৃদ্ধির কারনে এখাতে ঘাটতি পুষিয়ে যাবে।	
১৩০	মোটর কার (১৬৫০ সিসি হতে ২৬৯৯ সিসি পর্যন্ত)			৮৫,১১০, ১২০%	২০%		
১৩১	মোটর কার (২৭০০ সিসি এবং তদুর্ধ্ব পর্যন্ত)			১২০%	৬০%		
১৩২	সিএনজি চালিত ৪ ষ্ট্রোক থ্রি হুইলার (সিবিইউ)			২৫%	১০%		- ০.৩৮
১৩৩	ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী চালিত মোটর কার	৩৭.৫%	১৫%				- ০.০০৯
১৩৪	ট্রাক, পিক আপ ও ডেলিভারী ভ্যান	২৫%	৩২.৫%			+ ৭.১১	
১৩৫	ট্রাক (সিকেডি)	৫%	১৫%			+ ৩.১৪	
১৩৬	ট্রাক ঃ ২ এক্সেল এর অধিক (সিবিইউ)	৫%	১৫%			+ ০.৮৫	
১৩৭	পিক আপ (সিকেডি)	৫%	২২.৫%			+ ০.২২	
১৩৮	দোতলা বাস এর চেসিস (ইঞ্জিনসহ)	০%	৭.৫%			নগন্য	
১৩৯	বাস এর চেসিস (ইঞ্জিনসহ)	৫%	১৫%			+ ০.০০৮	
১৪০	হিউম্যান হলার এর চেসিস (ইঞ্জিনসহ)	১৫%	৩২.৫%			+ ০.২৬	
১৪১	অন্যান্য যানবাহন (যেমন মিনিবাস) এর চেসিস (ইঞ্জিনসহ)	২৫%	৩২.৫%			+ ০.০৫	
১৪২	ট্রাক চেসিস (ইঞ্জিনসহ)	২৫%	৩২.৫%			+ ০.০৭	
১৪৩	২ ষ্ট্রোক মটর সাইকেল (সিবিইউ)			০%	৩০%	+ ১.৪৮	
১৪৪	পার্টস অব ট্রেইলার এন্ড সেমি ট্রেইলার	২৫%	৭.৫%				-০.০২৫
১৪৫	স্ক্র্যাপ ভেসেলস্	৫%	১৫%			+ ১৭৯.২৫	
১৪৬	স্পেকটাবল লেন্স (গ্লাসের তৈরী ব্যতীত)	২৫%	১৫%				-০.০১১
১৪৭	সিরিঞ্জ, নিডলস্, ক্যাথেটর ইত্যাদি	১৫%	৭.৫%				- ০.৯৪
১৪৮	ইলেক্ট্রিক মিটারের যন্ত্রাংশ এবং এক্সেসরিজ	৫%	১৫%			+ ২.৫৮	
১৪৯	কম্পিউটার প্রিন্টারের রিবন	০%	৭.৫%			+ ০.০৭	
১৫০	প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং আয়রন, ষ্টীল/এলুমিনিয়াম	১৫%	৭.৫%				- ২.৬৪
১৫১	লাগেজ/ফ্যাশন এক্সেসরিজ (হেডিং নং- ৯৬.০৭)	৩৭.৫%	১৫%				- ০.০৫

পরিশিষ্ট 'জ'

Court Fees

Number		Proper fess(Taka)
1	2	3
1. Application or petition	(a) When presented to any officer of the Customs or Excise Department or to any Magistrate by any person having or to dealings with the Government and when the subject-matter of such application relates exclusively to those dealings, or , when presented to any officer of land - revenue by any person holding temporarily settled land under direct engagement with Government, and when the subject- matter of the application or petition relates exclusively to such engagement, or, when presented to any Pourashava or Zilla Parishad under any law for the time being in force for the conservancy or improvement of any place, if the application or petition relates solely to such conservancy or improvement, when presented to any Civil Court other than a Principal Civil Court of original jurisdiction or to any Court of Small Causes constituted under the Small Cause Courts Act, 1887 or under the Civil Courts Act, Section 25, or to a Collector or other officer of revenue in relation to any suit or case in which the amount or value of the subject-matter is less than fifty taka, or, when presented to any Civil, Criminal or Revenue Court or to any Board or	12.00

	executive officer for the purpose of obtaining a copy or translation of any judgement, decree or order passed by such Court, Board or officer or of any other document on record in such Court, Board or office.	
	(b) When containing a complaint or charge of any offence other than an offence for which police officers may, under the Code of Criminal Procedure, 1898, arrest without warrant, and presented to any Criminal court,	Taka 15.00 for complaint cases and taka 6.00 for all other cases.
	or, when presented to a Civil, Criminal or Revenue Court, or to a Collector, or any Revenue Officer having jurisdiction equal or subordinate to Collector,	15.00
	or, to any Magistrate in his executive capacity and not otherwise provided for by this Act, or to deposit in Court revenue or rent; or for determination by a Court of the amount of compensation to be paid by a land lord to his tenant.	15.00
	(c) When presented to the Chief Revenue or Executive Authority or to a Commissioner, or to any Chief officer charged with the executive administration of a Division and not otherwise provided for by this Act.	18.00
	(d) (i) When presented to the High Court Division under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, for revision of an order-	
	(a) When the value of the suit to which the order relates does not exceed Taka 1000. (b) When the value of the suit exceeds Taka 1000. (c) When presented to the High Court Division otherwise than under that section.	150.00 300.00 30.00

2. Application to any Civil Court that records may be called for from another Court.	When the Court grants the application and is of opinion that the transmission of such records involves the use of the post.	15 Taka in addition to any fee levied on the application under clause (a), clause (b) or clause (d) of article 1 of this schedule.
3. Application for leave to sue as a pauper.		15.00
4. Application for leave to appeal as a pauper.		15.00
5.Plaint or memorandum of appeal in a suit to establish or disprove a right of occupancy.		15.00
6. Bail, bond or other instrument of obligation given in pursuance of an order made by a Court or Magistrate under any section of the Code of Criminal Procedure, 1898, or the Code of Civil Procedure, 1908 and not otherwise provided for by this Act.		15.00
7.Undertaking under section 49 of the Divorce Act.		15.00
Wakalatnama.	When presented for the conduct of any one case- (a) to any Civil or Criminal Court other than the High Court Division, or to any Revenue Court, or to any Collector or	15.00

	Magistrate, or other Executive Officer, except such as are mentioned in clauses (b) and (c) of this number. (b) to a Commissioner, a Collector of Customs and Excise or to any officer charged with the executive administration of a Division not being the Chief Revenue of Executive Authority. (c) to the High court Division or Chief Revenue or Executive Authority.	30.00 30.00
9.Memorandum of appeal when the appeal is not from a decree or an order having the force of a decree and presented.	(a)(i) to any Revenue Court or Executive Officer other than the High Court Division or the Chief Revenue or Executive Authority. (ii) to any Civil Court other than the High Court Division. (b) to the Chief Revenue or Executive Authority. (c) to the High Court Division	30.00 60.00
10.Caveat		300.00
11. Petition in a suit under the Native Converts Marraige Dissolution Act,1866.		60.00
12. Plaint or memorandum of appeal in each of the following suits- (i) to alter or set aside a summary decision or order of any of the Civil Courts or of any Revenue Court. (ii) to alter or cancel any entry in a register or the names of proprietors of revenue paying estates. (iii) to obtain a declaratory decree where no		300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

consequential relief is prayed. (iv) to set aside an award. (v) to set aside an adoption. (vi) for partition and separate possession of a share of joint family property or of joint property, or to inforce a right to a share in any property on the ground that it is joint family property or joint property if the plaintiff is in possession of the property of which he claims to be a co-partner or co-owner. (vii) to obtain a decree for dissolution of marriage or restitution of conjugal rights. (viii) every other suit where it is not possible to estimate at a money value the subject matter in dispute and which is not other wise provided for by this Act.		90.00 300.00
13. সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) এর যে কোন ধারার অধীন দরখাস্ত।		300.00
14. Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of		300.00

Civil Procedure, 1908.		
15. Every petition under the Divorce Act, except petitions under section 44 of the same Act, and every memorandum of appeal under section 55 of the same Act.		90.00
16. Plaint or memorandum of appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1865.		90.00

পরিশিষ্ট ‘ঝ’

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে মোটরযান কর আইনের অধীনে ধার্যকৃত বিভিন্ন ট্যাক্স-এর হার বৃদ্ধির প্রস্তাব

ক্র/ নং	আইটেম	বিদ্যমান ট্যাক্সহার (বার্ষিক)	প্রস্তাবিত ট্যাক্সহার (বার্ষিক)	বৃদ্ধির পরিমান	শতকরা বৃদ্ধির হার
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মোটর সাইকেল				
	(ক) মোটর চালিত বাইসাইকেল-				
	(১) খালি অবস্থায় ওজন ৯০কেজি পর্যন্ত	২০০/-	৪০০/-	২০০/-	১০০%
	(২) খালি অবস্থায় ওজন ৯০কেজি- এর উর্দ্ধে	৪৫০/-	৮০০/-	৩৫০/-	৭৮%
	(৩) ট্রেইলার অথবা সাইড কার টানার জন্য	১০০/-	২০০/-	১০০/-	১০০%
	ব্যবহৃত হলে,				
	(খ) মোটর চালিত ট্রাই সাইকেল।				
	(১) যাত্রি আসন ২-এর অধিক নহে	১০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	৫০%
	(২) যাত্রী আসন ২-এর অধিক- ২- আসনের জন্য	১০০০/-	১৫০০/-	৫০০-/-	৫০%
	২-এর অতিরিক্ত প্রতি আসনের জন্য	২১৫/-	৩৫০/-	১৩৫/-	৬২.৭৯%
২।	যাত্রীবাহী মোটরযান(ভাড়ায় চালিত নহে)-				
	(ক) যাত্রী আসন অনধিক দুই	১০০০/-	২০০০/-	১০০০/-	১০০%
	(খ) যাত্রী আসন অনধিক তিন	২০০০/-	৩০০০/-	১০০০/-	৫০%
	(গ) যাত্রী আসন অনধিক চার	৩০০০/-	৪৫০০/-	১৫০০/-	৫০%
	(ঘ) যাত্রী আসন ঢার এর অধিক (চার পর্যন্ত)	৩০০০/-	৪৫০০/-	১৫০০/-	৫০%
	চার এর অধিক অতিরিক্ত প্রত্যেক যাত্রী	২৭০/-	৪০০/-	১৩০/-	৪৮%
৩।	(ক)যাত্রীবাহী মোটরযান(ভাড়ায় চালিত) ট্রাই সাইকেল ব্যতীত				

	(১) যাত্রী আসন ৪ পর্যন্ত	১৪৫০/-	২৫০০/-	১০৫০/-	৭২.৪০%
	(২) যাত্রী আসন ৪ এর অধিক কিন্তু ৬ এর অধিক নহে	১৮০০/-	৩০০০/-	১২০০/-	৬৬.৬৭%
	(৩) যাত্রী আসন ৬এর অধিক কিন্তু ১৫ আসনের উর্দ্ধে নহে	৩০০০/-	৫০০০/-	২০০০/-	৬৬.৬৭%
	(৪) যাত্রী আসন ১৫ এর অধিক কিন্তু ৩০ এর অধিক নহে	৩৭৫০/-	৬০০০/-	২২৫০/-	৬০%
	(৫) যাত্রী আসন ৩০ এর অধিক এক তলা বাস	৫১০০/-	৭৫০০/-	২৪০০/-	৪৭%
	(৬) দ্বিতল বাস এবং আর্টিকুলেটেড বাস	৬০০০/-	৮৭০০/-	২৭০০/-	৪৫%
৪।	মালবাহী মোটরযান (ভাড়ায় চালিত নহে)-				
	(ক) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ) ৩৫০০ কিঃগ্রাম পর্যন্ত	২০০০/-	৩০০০/-	১০০০/-	৫০%
	(খ) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ)৩৫০০ কিঃগ্রাম এর উর্দ্ধে কিন্তু ৭৫০০কিঃগ্রাম পর্যন্ত- ৩৫০০ কিঃগ্রাম এর জন্য				
	অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃগ্রাম বা অংশের জন্য ।	২০০০/-	৩০০০/-	১০০০/-	৫০%
	(গ) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ) ৭৫০০ কিঃগ্রাম এর উর্দ্ধে কিন্তু ১২৫০০ কিঃগ্রাম পর্যন্ত- ৭৫০০ কিঃগ্রাম এর জন্য	২৮৫/-	৪২৫/-	১৪০/-	৪৯.১২%
	অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃগ্রাম বা অংশের জন্য-	৪২৮০/-	৬৪০০/-	২১২০/-	৪৯.৫৩%
	(ঘ) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ) ১২৫০০ কিঃগ্রাম এর উর্দ্ধে ১২৫০০ কিঃগ্রাম এর জন্য	৬৩০/-	৯০০/-	২৭০/-	৪৩%
	এবং অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃগ্রাম বা অংশের জন্য-	১০৫৮০/ ৭৯০/-	১৫৪০০/- ১১০০/-	৪৮২০/- ৩১০/-	৪৫.৫৫% ৩৯%
৫।	মালবাহী মোটরযান(ভাড়ায় চালিত)-				
	(ক) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ) ৩৫০০ কিঃগ্রাম পর্যন্ত	১২৫০/-	১৮৭৫/-	৬২৫/-	৫০%
	(খ) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ) ৩৫০০ কিঃগ্রাম এর উর্দ্ধে কিন্তু ৭৫০০ কিঃগ্রাম পর্যন্ত ৩৫০০ কিঃগ্রাম এর জন্য	১২৫০/-	১৮৭৫/-	৬২৫/-	৫০%
	অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃগ্রাম বা অংশের জন্য-	১২০/-	১৮০/-	৬০/-	৫০%
	(গ) সর্বোচ্চ ওজন(মালসহ) ৭৫০০ কিঃগ্রাম এর উর্দ্ধে -১২৫০০ কিঃগ্রাম এর উর্দ্ধে নহে ৭৫০০ কিঃগ্রাঃ পর্যন্ত টাকা	২২১০/-	৩৩১৫/-	১১০৫/-	৫০%
	এবং অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃগ্রাম বা অংশের জন্য	৩০৫/-	৪৫০/-	১৪৫/-	৪৮%
	(ঘ) সর্বোচ্চ ওজন ১২৫০০ কিঃগ্রাঃ এর উর্দ্ধে ১২৫০০ কিঃগ্রাঃ পর্যন্স্ত ।	৫২৬০/-	৭৮১৫/-	২৫৫৫/-	৪৮.৫৭%
	১২৫০০ কিঃগ্রামঃ এর উর্দ্ধে প্রতি ৫০০ কেজির জন্য	৩০৫/-	৪৬০/-	১৫৫/-	৫০.৮২%